আউলিয়া-ই কেরামের চরিত্র

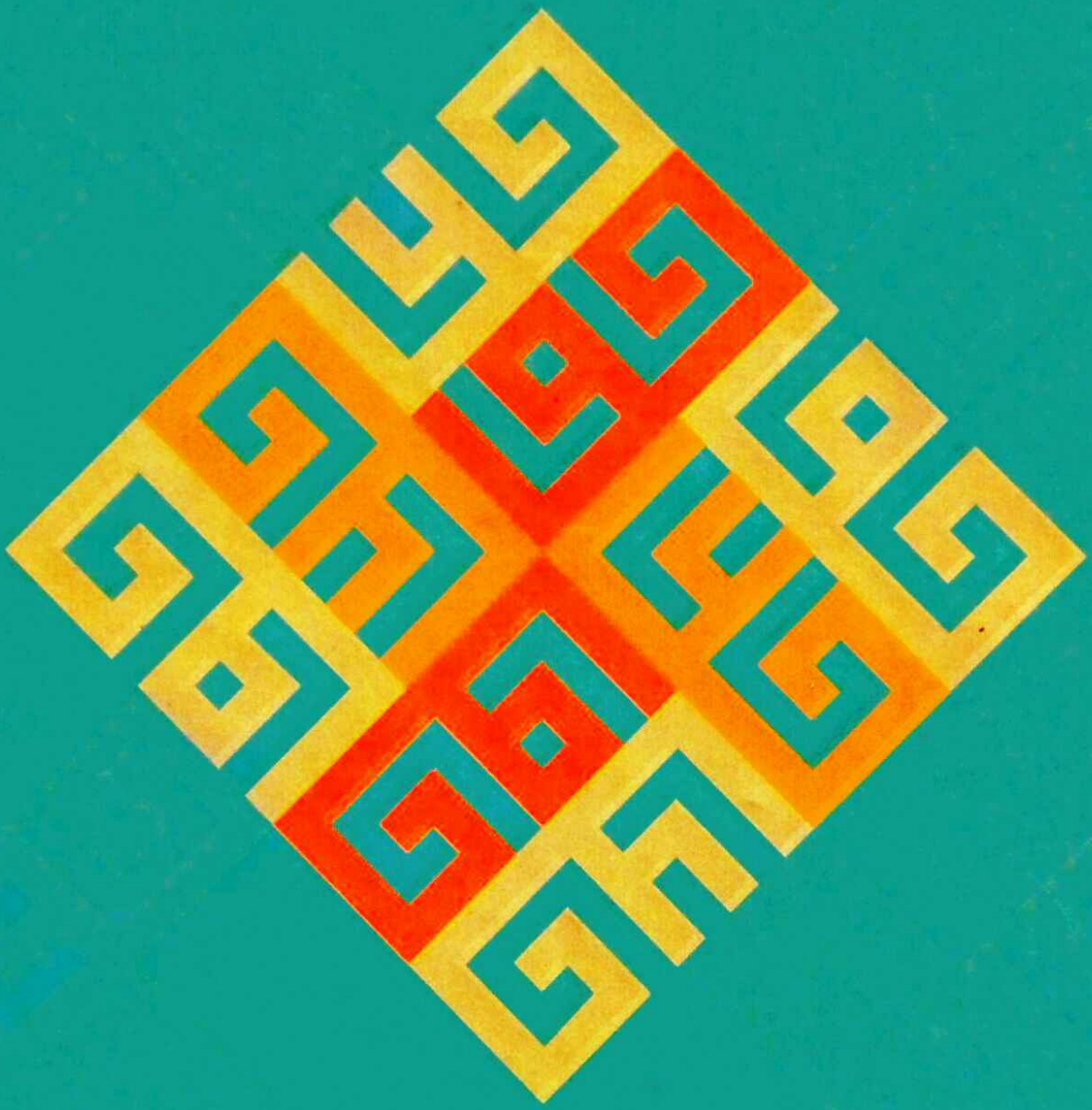

আল্লামা আবূ ইউসূফ শরীফ কুটলবী (রহ.)

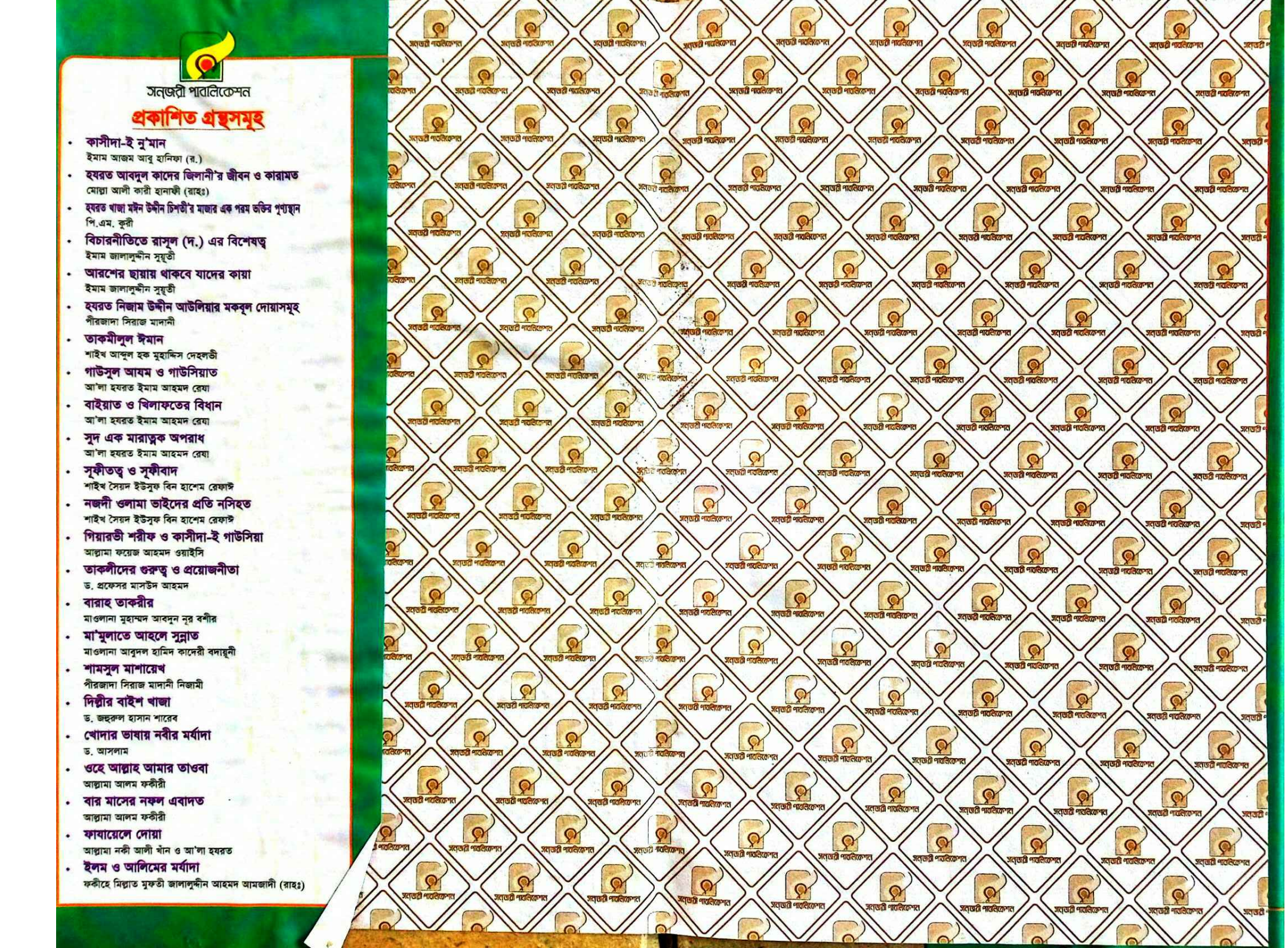

সনজরী পাবলিকেশন

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

- **কাসীদা-ই নু'মান**
  ইমাম আজম আবু হানিফা (র.)
- **হযরত আবদুল কাদের জিলানী'র জীবন ও কারামত**
  মোল্লা আলী কারী হানাফী (রাহঃ)
- **হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী'র মাজার এক পরম ভক্তির পুণ্যস্থান**
  পি.এম. কুরী
- **বিচারনীতিতে রাসূল (দ.) এর বিশেষত্ব**
  ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী
- **আরশের ছায়ায় থাকবে যাদের কায়া**
  ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী
- **হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়ার মকবূল দোয়াসমূহ**
  পীরজাদা সিরাজ মাদানী
- **তাকমীলুল ঈমান**
  শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী
- **গাউসূল আযম ও গাউসিয়াত**
  আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা
- **বাইয়াত ও খিলাফতের বিধান**
  আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা
- **সুদ এক মারাত্মক অপরাধ**
  আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা
- **সূফীতত্ব ও সূফীবাদ**
  শাইখ সৈয়দ ইউসুফ বিন হাশেম রেফাঈ
- **নজদী ওলামা ভাইদের প্রতি নসিহত**
  শাইখ সৈয়দ ইউসুফ বিন হাশেম রেফাঈ
- **গিয়ারভী শরীফ ও কাসীদা-ই গাউসিয়া**
  আল্লামা ফয়েজ আহমদ ওয়াইসি
- **তাকলীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা**
  ড. প্রফেসর মাসউদ আহমদ
- **বারাহ তাকরীর**
  মাওলানা মুহাম্মদ আবদুন নূর বশীর
- **মা'মুলাতে আহলে সুন্নাত**
  মাওলানা আবুদল হামিদ কাদেরী বদায়ূনী
- **শামসুল মাশায়েখ**
  পীরজাদা সিরাজ মাদানী নিজামী
- **দিল্লীর বাইশ খাজা**
  ড. জহুরুল হাসান শারেব
- **খোদার ভাষায় নবীর মর্যাদা**
  ড. আসলাম
- **ওহে আল্লাহ আমার তাওবা**
  আল্লামা আলম ফকীরী
- **বার মাসের নফল এবাদত**
  আল্লামা আলম ফকীরী
- **ফাযায়েলে দোয়া**
  আল্লামা নকী আলী খাঁন ও আ'লা হযরত
- **ইলম ও আলিমের মর্যাদা**
  ফকীহে মিল্লাত মুফতী জালালুদ্দীন আহমদ আমজাদী (রাহঃ)

Click here

Sahihaqeedah.com

Sunni-encyclopedia.blogspot.com

PDF by Masum Billah Sunny

اخلاق الصالحين

আউলিয়া-ই কেরামের চরিত্র

মূল
আল্লামা আবূ ইউসূফ শরীফ কুটলবী (রহ.)

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীন

সম্পাদনা
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

সনজরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিলস্না, চট্টগ্রাম-৪০০০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ

وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عَرْبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

﴿صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ﴾

আউলিয়া-ই কেরামের চরিত্র

মূল : মাওলানা আবূ ইউসূফ শরীফ কূটলবী (রহ.)

ভাষান্তর : মাওলানা মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীন

সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

সন্‌জরী পাবলিকেশন : ৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫

ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে মাওয়া ইফা

প্রথম প্রকাশ : ১০ অক্টোবর ২০১১, ১১ জিলক্বদ ১৪৩২, ২৫ আশ্বিন ১৪১৮

মূল্য : ৮০ [আশি] টাকা মাত্র

Awliah-E Keram Er Chorittro, By: Mv. Abu Yusuf Sharif Kutlavi (Rah.) Translated By: Mawlana Muhammad Borhan Uddin. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 80/-

উৎসর্গ

আধ্যাত্মিক জগতের প্রাণপুরুষ পীরে তরীকত শাহসুফী আল্লামা হাফেজ সৈয়দ আবদুল বারী শাহজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর পবিত্র চরণে। যাঁর রুহানী সুদৃষ্টি আমাদের পথ চলার পাথেয়।

–মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
প্রকাশক

সূচীক্রম

- প্রকাশকের কথা ১
- মুখবন্ধ ২
- ভূমিকা ৫
- পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ ৬
- ইখলাস ১৩
- শিক্ষণীয় ঘটনা ২২
- আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ভালবাসা ও শত্রুতা ২৫
- নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া ৩০
- কপটতা পরিত্যাগ করা ৩৩
- শাসকের অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করা ৩৭
- স্বল্প হাসি ৪২
- অত্যাধিক ভয় ৪৭
- বান্দার হককে ভয় করা ৫৩
- কিয়ামতের ভয় ৫৮
- আকুল আবেদন ৬৪

তথ্যপঞ্জি ৬৫

Sahihaqeedah.com

Sunni-encyclopedia.blogspot.com

PDF by Masum Billah Sunny

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

ফকীহে আ'যম আল্লামা আবূ ইউসূফ মুহাম্মদ শরীফ কুটলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক সংকলিত 'আখলাকুস সালিহীন'- (আউলিয়া-ই কেরামের চরিত্র) যাতে মহামনীষী বুযর্গদের উক্তিসমূহ ও কার্যাদি সম্মানিত সংকলক মহোদয় সংক্ষেপে এবং পূর্ণরূপে এক জায়গায় একত্রিত করেছেন। বুযর্গ মনীষীদের পবিত্র জীবনে আমাদের জন্য অগণিত শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে। আমাদের পূণ্যাত্মাদের নির্দেশনার আলোকে আমাদের পার্থিব ও দ্বীনি সকল কাজ-কর্মের পরিশুদ্ধতাসহ আপন চরিত্র এবং অভ্যাসকে পরিশুদ্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। আর এ সব বুযর্গদের পদাংক অনুসরণের মাধ্যমে মহান স্রষ্টার সন্তোষ অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে। এ উদ্দেশ্যে সংকলক মহোদয় এই কিতাবকে সুবিন্যস্ত করেছেন। পবিত্র হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, "اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُ" 'দ্বীন হচ্ছে কল্যাণকামনা করার নাম।' এ উক্তির আলোকে আপন দ্বীনি ভাইদেরকে সঠিক মত ও পথের সন্ধান দিতে সালিহীন খোদাভীরুদের কর্মকাণ্ডকে আলোচনায় আনা, তাঁদের কর্মপদ্ধতি, চরিত্র লিখেছি- যাতে সৎ মুসলমানদের নির্দেশনা সামনে দৃশ্যমান থাকে। আর আমরা চেষ্টা করে যাব যে, আল্লাহ তা'আলা যেন এ সকল বুযর্গ দ্বীনদার এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে চলার তাওফীক দেন। আর আমাদের অভ্যাস, চরিত্র এবং সংস্কৃতি সবই যেন এরূপ হয়- যেরূপ এ (বর্ণিত) সকল হযরাতে কেরাম ছিলেন। আর যে ব্যক্তিকে আমরা এর বৈরি স্বভাবে দেখব, সে কোন লেক্চারার, হয়ত নেতা তথা জনপ্রতিনিধি হোক না কেন সর্বাবস্থায় তার সঙ্গকে আমরা হত্যাকারী হিসেবে জানবো।

এই কিতাবটিকে সাধ্যানুসারে সুন্দর পদ্ধতি পরিবেশন করার নিমিত্তে আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমিন বিজাহি নবীয়্যিল আমিন!

সালামান্তে
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুর

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

মুখবন্ধ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

[এক]

বর্তমান বিশ্ব নানান নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিরতায় নিমজ্জিত। আর সাধারণ মানুষ আপন মন্দকর্মের দরুন অশেষ পর্যায়ের দুঃখ-পেরেশানীতে বেষ্টিত হয়ে পড়েছে। এই বিপদ প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ তা'আলার ভয় পরিহার করা এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা হতে বিমুখ হওয়ার ফসল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর অন্য কোন নবী আসবেনা। হ্যাঁ, আউলিয়ায়ে কেরামের সিলসিলা অব্যাহত থাকবে। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে যুগে যুগে এমন কতগুলো পবিত্র আত্মা বিশিষ্ট লোকের আবির্ভাব হতে থাকবে যাঁরা আমাদের মতো আমলহীন লোকদের জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণের ক্ষেত্রে হেদায়তের আলোকবর্তিকা স্বরূপ। এ সকল আল্লাহওয়ালাদের চরিত্র এবং তাঁদের স্বভাবসমূহ পড়া, পড়ানো, শুনা, শুনানো মুসলমানদের দ্বীন ও দুনিয়া সৌন্দর্যমন্ডিত করার এক সফল চিকিৎসাস্বরূপ। এ সকল আল্লাহওয়ালারা স্বীয় জীবন কিরূপ অতিবাহিত করেছেন, তাঁদের দিবা-রাত্রি কিভাবে অতিবাহিত হতো, তাঁদের প্রতিটি মুহূর্ত কিরূপ ব্যয় হতো- এসব কথা অন্তরের কান দিয়ে শুনে তারপর এর আলোকে নিজেদের যাবতীয় কাজের নীতি নির্ধারণ করা হলে নিশ্চিত আমাদের সকল দুশ্চিন্তা মুছে যাবে। আর দুর্দশাগ্রস্থ এই দুনিয়ায় প্রকৃত আনন্দ ও সততার সুঘ্রাণে সুবাসিত হবে।

আল্লাহ তা'আলার হক এবং বান্দার হক হচ্ছে এমন দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা জানা প্রত্যেক মানুষের সর্বাবস্থায় জরুরী। আর উভয়ের একটিতেও যদি অবহেলা হয়, তাহলে দ্বীন ও দুনিয়া দুইটায় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, আজকাল আল্লাহ তা'আলার হক এবং বান্দার হক উভয়টা ক্রমাগত গাফলতির স্বীকার। যার ভয়াবহ পরিণতি সবার সামনে সুস্পষ্ট। যার কারণে সর্বত্রে নিরাপত্তাহীনতা ও গোলযোগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আউলিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ তা'আলার হক ও বান্দার হক আদায় করার ক্ষেত্রে সবসময় উৎসুক থাকতেন। আর তাদের পবিত্র জীবনে এমন কোন মুহূর্ত পাওয়া যাবেনা, যা অনর্থক অবহেলায় অতিবাহিত হয়েছে।

আমার সম্মানিত পিতা ফকীহে আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই বিষয়ের উপর কলম ধরেছেন। আর এ সকল আল্লাহওয়ালাদের চরিত্রসমূহ ও তাঁদের পবিত্র বরকতপূর্ণ অবস্থাসমূহ সংক্ষেপে একত্রিত করে মুসলিম জাতির জন্য একটি সুন্দর রূহানী উপঢৌকন প্রদান করেছেন।

আমার আবেদন হচ্ছে যে, এই পুস্তক বারংবার নিজে পড়া ও অপরকে পড়ানো, নিজে শুনা ও অপরকে শুনানো। আর আপন বাচ্চাদেরকেও বুঝানো এবং এ সকল সুন্দর চরিত্র নিজেরা গ্রহণ করা। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও আপনাদেরকে আল্লাহওয়ালাদের পদাংক অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

[দুই]

মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ ইবনে মাওলানা আব্দুর রহমান কুটলভী লোহারাঁ, জেলা-সিয়ালকোট (বিয়াকোট) এ জন্মগ্রহণ করেন। দ্বীনি বিষয়াদির শিক্ষা স্বীয় শ্রদ্ধেয় পিতা থেকে সম্পন্ন করেন। তাঁর পিতার ওফাতের পর পাক-ভারত উপমহাদেশের সুপরিচিত উলামায়ে কেরামের ফয়েয অর্জন করেন। হযরত খাজা হাফেজ আব্দুল করীম নকশবন্দী রাহমতুল্লাহি আলাইহির নূরানী হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং খেলাফত অর্জনের সৌভাগ্য অর্জন করেন। আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা আহমদ রেযা খাঁন রাহমতুল্লাহি আলাইহি হতেও খেলাফতের অনুমতি প্রাপ্ত হন। আ'লা হযরত তাঁকে 'ফকীহে আ'যম' উপাধিতে ভূষিত করেন। হযরত ফকীহে আ'যম রাহমতুল্লাহি আলাইহি ফিকহে হানাফীর অতুলনীয় খেদমত করেছেন। সাপ্তাহিক 'আহলে হাদিস' নামক পত্রিকা যখন অমৃতসরে আহলে সুন্নাত ও হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত ছিল তখন ফকীহে আ'যম এর প্রচেষ্টায় সাপ্তাহিক 'আল ফকীহ' নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যাতে আহলে হাদিসের যাবতীয় অপব্যাখ্যার সঠিক উত্তর দেয়া হত। তিনি বিজ্ঞ আলেমে শরীয়ত ও শায়খে তরীক্বত হওয়ার পাশাপাশি সুখ্যাত বক্তাও ছিলেন। ওয়াজ ও ইরশাদ এর ক্ষেত্রে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

হযরত ফকীহে আযম রাহমতুল্লাহি আলাইহি পাঞ্জাব শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চল ছাড়াও কলকাতা ও বুম্বাইসহ অন্যান্য স্থানেও সুন্নিয়ত এবং হানাফী মাযহাবের ব্যাপক খেদমত করেছেন। ঐতিহাসিক সম্মেলন 'অল ইন্ডিয়া সুন্নী কনফারেন্স বেনারস'-এ তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে বিভিন্ন

স্থানে তাকরীর করতেন। আর আপামর মুসলিম জনতাকে মুসলিম লীগের সাহায্যে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন।

তনি রচনা এবং সম্পাদনায়ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর কতিপয় রচনা হচ্ছে–

১. তা-য়িদুল ইমাম (হাফেজ আবু বকর বিন আবি শায়বাহ কর্তৃক রচিত 'আররাদ্দু আ'লা আবি হানিফা' গবেষণাধর্মী খণ্ড পুস্তক।
২. নামাযে হানাফী মুদাল্লাল।
৩. সাদাক্বাতুল আহনাফ।
৪. কিতাবুত তারাবীহ।
৫. জরুরতে ফিকাহ।
৬. কাশফুল গাত্বা।
৭. আরবায়ীনে নববীয়্যাহ।

তিনি নব্বই বছর বয়সে ১৫ জানুয়ারী ১৯৫১ খ্রীঃ মহান আল্লাহ তা'আলার ডাকে লাব্বাইক বলে সাড়া দেন। ওয়ালী মসজিদ কূটলী, লোহারা, জেলা সিয়ালকোট এ তাঁর পবিত্র মাজার রয়েছে।
মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর অফুরন্ত রহমত বর্ষণ করুক এবং তাঁর উছিলায় আমাদের মার্জনা করুক। আমীন!

-আবূ নূর মুহাম্মদ বশীর

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম

ভূমিকা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

বর্তমানে নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা, ও কুফরের প্রভাব দিন দিন বেড়ে চলছে। সালফে-সালিহীন যুগের নিখুঁত মুসলমানের অনুসারী কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। অন্তর্দৃষ্টিহীন লোকেরা পবিত্র ইসলামকে শিশুদের খেলনা বানিয়েছে। আপন আপন চিন্তা-চেতনার আলোকে একেকজন একেক রকম ধারণা পবিত্র ইসলামের ব্যাপারে করে থাকে। কেউ সহমর্মিতাকেই ইসলাম বুঝে। আবার কেউ বিধর্মীদের সাথে মিলেমিশে থাকতে একমত পোষণ করে। উলামা-মাশায়েখ এর উপর বিচ্ছিন্নতা ও ফিরকাবাজীর অপবাদ দিয়ে থাকে। কেউ দাঁড়ি মুণ্ডানো এবং ইংরেজি টুপি পরাকে ইসলামের উন্নতি মনে করে। কেউ পর্দাপ্রথার অপসারণে উন্নতি মনে করে। এভাবে মাযহাবকে দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত করার পেছনে সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি "اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ"[১] 'দ্বীন হচ্ছে মুসলিম ভাইয়ের হিত কামনার নাম'– এই হুকুমের আলোকে দ্বীনি ভাইদের হেদায়তের জন্য এ পুস্তকে, সালিহীনের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা, তাঁদের কর্মপদ্ধতি ও সুন্দর চরিত্রসমূহ লিখব- যাতে নিয়ামতপ্রাপ্ত মুসলমানদের রীতি-নীতি সুস্পষ্ট হয়। আর আমরা চেষ্টা করব যে, আল্লাহ তা'আলা যেন এ সকল বুযর্গদের কদম-বকদম চলার তাওফীক দেন। আর আমাদের স্বভাব প্রকৃতি, চরিত্রসমূহ এবং সংস্কৃতি মৌলিকভাবে ওইরূপ হওয়া- যেরূপ এ সকল হযরাতে কেরামের ছিল। আর যাকে এর বিপরীত দেখব- যে কোন ল্যাকচারার কিংবা নেতা হোক না কেন, তার সান্নিধ্যকে আমরা হত্যাকারী হিসেবে জানবো।

আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র তাওফিকদাতা, তাঁর উপরই ভরসা করছি এবং তাঁর দিকেই আমরা ফিরে যাবো।

---

১. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবুল ঈমান, باب بيان الدين النصيحة , পৃষ্ঠা : ৪৭, হাদিস : ৪৪

[এক]

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ

সালফে-সালিহীনদের পবিত্র অভ্যাস ছিলে যে, তাঁরা প্রতিটি কাজে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করতেন। এর বিরুদ্ধচারণ করাকে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতা বলে ভাবতেন। যেমনিভাবে ইমাম শা'রানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি 'তানবিহুল মুগতাররীন' গ্রন্থে সায়্যিদুত তায়েফা হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন-

كِتَابُنَا هَذَا يَعْنِى اَلْقُرْآنُ سَيِّدُ الْكُتُبِ وَأَجْمَعُهَا وَشَرِيْعَتُنَا أَوْضَحُ الشَّرَائِعِ وَأَدَقُّهَا وَطَرِيْقَتُنَا يَعْنِى طَرِيْقُ أَهْلِ التَّصَوُّفِ مُشَيَّدَةٌ بِالْكُتُبِ وَالسُّنَّةِ فَمَنْ لَمْ يَقْرَأِ الْقُرْآنَ وَيَحْفَظُ السُّنَّةَ وَيَفْهَمُ مَعَانِيَهَا مَا لاَ يَصِحُّ الإِقْتِدَاءُ بِهِ.

'আমাদের কিতাব কুরআন শরীফ সমস্ত কিতাবের সরদার ও সকল কিতাবকে একত্রিতকারী। আর আমাদের শরীয়ত, পূর্ববর্তী সকল শরীয়তের তুলনায় সুস্পষ্ট ও সুন্দর। আর 'আহলে তাসাওউফ' এর কর্মপন্থা কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ পড়তে জানে না, উভয়ের অর্থ বুঝেনা। এ ক্ষেত্রে তার 'ইকতেদা' শুদ্ধ হবেনা। অর্থাৎ তাকে নিজের ইমাম বা পীর-মুর্শিদ বানানো বৈধ হবেনা।'[২]

১. হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আপন বন্ধুদের বলতেন, 'যদি তোমরা কোন মানুষকে বাতাসে চারজানু হয়ে বসতে দেখ, তার অনুসরণ করো না যতক্ষণ আদেশ ও নিষেধে (শরঈ) বিধানের ক্ষেত্রে তাকে যাচাই করা না হয়। যদি তাকে আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনকারী এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকতে দেখ, তাহলে তাকে সত্য বলে জানবে। আর তার অনুসরণ করব। এর ব্যতিক্রম হলে তার সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকবে।'[৩]

[২]. তানবিহুল মুগতাররীন, প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা : ১৮
[৩]. তানবিহুল মুগতাররীন, প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা : ১৮

২. ইমাম শা'রানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ইরশাদ করেছেন যে, 'একজন লোক আমার নিকট আসল, যার সাথে তার একদল অনুরক্ত ছিল। সে ছিল মূর্খ। 'ফানা ও বাক্বা'র ব্যাপারে তাঁর কোন জ্ঞান ছিলনা। যে আমার সান্নিধ্যে কিছু দিন অবস্থান করেছিল। আমি তার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, অজু ও নামাজের শর্তাবলি কি? সে বলল, আমি ইলম অর্জন করিনি। আমি বললাম, ভাই- কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশুদ্ধরূপে ইবাদত করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম ও মাকরূহ এর মধ্যে পার্থক্য করতে জানে না- সে তো মূর্খ। আর মূর্খ ব্যক্তির অনুসরণ তো প্রকাশ্যে ও গোপনে কোন অবস্থাতেই জায়েয নেই। সে এর কোন উত্তর দিল না এবং চলে গেল। আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার মন্দ থেকে রক্ষা করলেন।'[৪]

বুঝা গেল, যে ব্যক্তি 'তাসাওউফ'কে কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত জানে, সে মারাত্মক ভুলের মধ্যে আছে। বরং তাসাওউফ চর্চায় কুরআন-সুন্নাহর পরিপূর্ণ অনুসরণ প্রয়োজন। সমাজে সূফী ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে আলেম হয়ে আপন ইলম অনুসারে আমল করে। তবে মাশায়েখ হযরাত স্বীয় মুরিদানদের মুরাকাবা ও রিয়াজতের শিক্ষা দিয়ে থাকেন, যা শরীয়তের মূল অনুসরণের নামান্তর। আগেকার যুগে এমন লোকজনও ছিলো তারা যখন কোন মাসায়ালা শরীয়তের কিতাবাদিতে না পেতেন, তখন তাঁরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান দরবারে রূহানীভাবে হাজির হয়ে ওই মাসায়ালা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতেন। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পন্থায় আমল করতেন। হযরত ইমাম শা'রানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

إِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ خَاصٌّ بِاَكَابِرِ الرِّجَالِ.

'এ জাতীয় কথাগুলো সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত আকাবেরদের জন্য প্রযোজ্য।'[৫]

৩. হযরত ফুদায়ল বিন আয়ায রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

إِتَّبِعْ طَرِيْقَ الْهُدَي وَلاَ يَضُرُّكَ قِلَّةَ السَّالِكِيْنَ وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلاَلَةِ وَلاَ تَغْتَرُّ بِكَثْرَةِ السَّالِكِيْنَ.

[৪]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ১৯
[৫]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ২০

'হেদায়তের রাস্তা বেচে নাও। এটার অনুগতকারী সংখ্যায় কম হলেও ক্ষতি নেই। আর গোমরাহী থেকে সরে পড়ো। আর গোমরাহীর অনুসারীর সংখ্যা বেশি হলেও উপকার নেই।'[৬]

৪. আবু ইয়াজিদ বোস্তামী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন-

لَوْ نَظَرْتُمْ إِلَى رَجُلٍ أُعْطِيَ مِنَ الْكَرَامَاتِ حَتَّى تَرَبَّعَ فِي الْهَوَاءِ فَلاَ تَغْتَرُّوْا بِهِ حَتَّى تَنْظُرُوْا كَيْفَ تَجِدُوْنَهُ عِنْدَ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَحِفْظَ الْحُدُوْدِ وَأَدَاءَ الشَّرِيْعَةِ.

'যদি তোমরা কোন ব্যক্তি থেকে এমন কারামাত দেখতে পাও যে, সে বাতাসে চারজানু হয়ে বসে আছে। তাহলে তার ধোঁকায় পতিত হয়ো না যতক্ষণ না তোমরা তাকে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানের অনুগত দেখ।'[৭]

৫. সায়্যিদুত তায়েফা জুনাইদ বাগদাদী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

اَلطُّرُقُ كُلُّهَا مَسْدُوْدَةٌ إِلاَّ عَلَى مَنِ اقْتَفَى أَثَرَ الرَّسُوْلِ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَحْفَظِ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَكْتُبِ الْحَدِيْثَ لاَ يَقْتَدِى بِهِ هَذَا الأَمْرِ لأَنَّ عِلْمَنَا مُقَيَّدَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

'রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসৃত পথ ছাড়া সকল পথই বন্ধ। তিনি আরো বলেন, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান যার নেই, যেন তার অনুসরণ করা না হয়। কেননা আমাদের ইলম ও আমল পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর সাথে শর্তযুক্ত।'[৮]

আর আবূ সায়িদ খায়রায রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে বাতিন প্রকাশ্য শরীয়তের বিপরীত- তা বাতিল যোগ্য।

[৬]. শায়খ তকী উদ্দিন : নুযহাতুন নাযিরীন, কিতাবুল ঈমান, باب الإعتصام بالكتاب والسنة পৃষ্ঠা : ১১
[৭]. শায়খ তকী উদ্দিন : নুযহাতুন নাযিরীন, কিতাবুল ঈমান, باب الإعتصام بالكتاب والسنة পৃষ্ঠা : ১১
[৮]. শায়খ তকী উদ্দিন : নুযহাতুন নাযিরীন, কিতাবুল ঈমান, باب الإعتصام بالكتاب والسنة পৃষ্ঠা : ১১

৬. হযরত সিররী সাক্বতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

(اَلصُّوْفِيُّ) هُوَ الَّذِيْ لاَ يُطْفِئُ نُوْرُ مَعْرِفَتِهِ نُوْرَ وَرْعِهِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ بِبَاطِنٍ فِي عِلْمٍ يَنْقُضُهُ عَلَيْهِ ظَاهِرُ الْكِتَابِ، وَلاَ تَحْمِلُهُ الْكَرَامَاتِ عَلَى هَتْكِ مَحَارِمِ اللهِ تَعَالَى.

'সূফী ঐ ব্যক্তি যার মা'রেফাতের নূর, পরহেযগারীর নূরকে নির্বাপিত করে নি। অর্থাৎ সে শরীয়ত নির্দেশিত বিষয়ে আমল করে। এবং শরীয়ত নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকে। আর এমন বাতেনী কথা বলে না- যা পবিত্র কুরআনের বিপরীত। আর আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিষিদ্ধ ক্ষেত্রসমূহে স্বীয় কারামাত দেখাতে উৎসাহিত হয় না। প্রকৃত কথা হচ্ছে যে, সে শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুগত।'[৯]

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি, বড় বুযর্গ বলে প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁর সাথে দেখা করার জন্যে দূর-দূরান্ত থেকে লোকের ছুটে আসতো। তাঁর প্রসিদ্ধির খবর শুনে হযরত আবু ইয়াজিদ বোস্তামী রাহমতুল্লাহি আলাইহি নিজের কতিপয় অনুরক্তকে বললেন-

قُمْ بِنَا حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ قَدْ شَهَرَ نَفْسُهُ بِالْوِلاَيَةِ.

'আসুন! আমরা ঐ ব্যক্তিকে দেখতে যাই, যে নিজেকে বড় ওলী বলে প্রসিদ্ধ করেছে।'

যখন তিনি তার কাছে গেলেন এমতাবস্থায় ওই ওলী ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে প্রবেশের সময় কিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করল। হযরত আবু ইয়াজিদ বোস্তামী রাহমতুল্লাহি আলাইহি তার এই কাণ্ড দেখে সাক্ষাত না করেই ফিরে আসলেন। এমনকি তাকে সালামও করেন নি। আর বললেন-

هَذَا غَيْرُ مَأْمُوْنٍ عَلَى أَدَبٍ مِنْ آدَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؛ فَكَيْفَ يَكُوْنُ مَأْمُوْنًا عَلَى مَا يَدَّعِيْهِ.

'এই ব্যক্তি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি আদব তথা শিষ্টাচারের ব্যাপারে যখন আমানতদার নয়, তাহলে যে

[৯]. ইবনে খল্লেকান : ওয়াফায়াতুল আ'য়ান, ২/২৯৯

বেলায়তের দাবী সে করছে তার (বেলায়তের) আমানতদার কিরূপে হবে?'[১০]

এ থেকে বুঝা গেল যে, হযরাতে মাশায়েখে কেরাম কিরূপ শরীয়তের অনুসরণ করতেন। মিশকাত শরীফে উল্লেখ আছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোককে দেখলেন যে, সে কিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করছে। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, لَا يُصَلِّي لَكُمْ 'সে তোমাদের জামাতের ইমামতি যেন না করে।' অতঃপর ওই ব্যক্তি যখন জামাতের ইমামতি করতে ইচ্ছা করল, তখন সাহাবায়ে কেরাম তাকে বাধা দিলেন এবং বললেন, 'রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার পিছনে জামাতে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন।' অতঃপর সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলে, হুজুর ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, আমি নিষেধ করেছি। যেহেতু-

إِنَّكَ قَدْ أَذَيْتَ اللهَ وَرَسُولَهُ.

'নিশ্চয় তুমি (কিবলার প্রতি থুথু নিক্ষেপ করে) আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়েছ।'[১১]

সুতরাং আমাদের জানা উচিত, দ্বীন-ধর্ম পালনে কি পরিমাণ আদব বা শিষ্টাচার প্রয়োজন! আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলা শরীফের প্রতি বে-আদবীর কারণে তার পেছনে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি আপাদমস্তক বে-আদব, সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে অশালীন মন্তব্য করে, আইম্মায়ে দ্বীনের বিরুদ্ধচারণ করে, হযরাতে মাশায়েখদের প্রতি নানা কটুক্তি করে, ওই সব লোক ইমাম হওয়ার ক্ষেত্রে কি শরীয়ত অনুমতি দেয়? কখনো না।

৭. হযরত আবু সুলাইমান দারানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

رُبَّمَا تَقَعُ فِي قَلْبِي اَلنُّكْتَةُ مِنْ نُكَتِ الْقَوْمِ أَيَّامًا، فَلَا أَقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ اَلْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ.

[১০]. আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, باب في ذكر مشايخ هذه الطريقة পৃষ্ঠা : ৩৮

[১১]. মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুস সালাত, باب المساجد ومواضع الصلاة ১/১৫৬, হাদিস : ৭৪৭

'অনেক সময় আমার অন্তরে বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়াদি উদয় হয়। অতঃপর আমি উহার কোন কিছু গ্রহণ করিনা যতক্ষণ এ বিষয়ে দুই সাক্ষী– পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের নির্দেশনা না পাই।'[১২]

৮. হযরত জুন্নুন মিসরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন হচ্ছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক, কাজ, আদেশ এবং সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা।[১৩]

৯. হযরত বিশর হাফী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, আমি স্বপ্নে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করি। তিনি ইরশাদ করলেন, هَلْ تَدْرِيْ لِمَ رَفَعَكَ اللهُ تَعَالَى مِنْ بَيْنِ أَقْرَانِكَ অর্থাৎ হে বিশর! 'তুমি জান কি, আল্লাহ তা'আলা তোমার সমসাময়িকদের হতে তোমাকে কেন উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন? আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি জানি না। অতঃপর তিনি ইরশাদ করলেন-

بِاِتِّبَاعِكَ لِسُنَّتِيْ، وَخِدْمَتِكَ لِلصَّالِحِيْنَ، وَنَصِيْحَتِكَ لِإِخْوَانِكَ، وَمَحَبَّتِكَ لِأَصْحَابِيْ، وَأَهْلِ بَيْتِيْ: وَهُوَ الَّذِيْ بَلَّغَكَ مَنَازِلَ الْأَبْرَارِ.

'আমার সুন্নাতের অনুসরণ, সালেহীনদের সেবা, মুসলিম ভাইদের প্রতি সৎউপদেশ এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বায়তের প্রতি ভালবাসার কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উচ্চ মর্যাদাবানদের কাতারে অধিষ্ঠিত করেছেন।'[১৪]

চিন্তা করুন, ওই সকল মহামনীষী হলেন তরীকতের ইমাম, মাশায়েখে মিল্লাত, হাকীকতের সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আর এঁদের সকলেই শরীয়তে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল। এবং নিজেদের বাতিনীজ্ঞানকে সত্যনিষ্ট মাযহাব ও সীরাতে আহমদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে পরিচালিত করাকে নিজেদের জন্য আবশ্যক ও বাঞ্চনীয় করেছেন। অথচ ঐ সব মূর্খ সম্প্রদায়, যারা শরীয়তের অনুশাসনের আংশিকও মেনে চলে না, নামায-রোজাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, দাঁড়ি মুন্ডায়,

[১২]. আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, باب في ذكر مشايخ هذه الطريقة পৃষ্ঠা : ৪১

[১৩]. আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, باب في ذكر مشايخ هذه الطريقة পৃষ্ঠা : ২৪

[১৪]. আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, باب في ذكر مشايخ هذه الطريقة পৃষ্ঠা : ৩১

গাঁজা ও মদ্য জাতীয় তরল পদার্থ (নেশাদায়ক) পান করে, এতদসত্ত্বেও নিজেদেরকে আল্লাহ ওয়ালা ধারণা করে থাকে, আর বলে বেড়ায় যে, শরীয়ত ও ফকীরীতে আগে থেকেই বৈরিতা চলে আসছে। এবং আরো বলে যে, জাহেরী ইলম বর্জনপূর্বক আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌছার সৌভাগ্য অর্জন হয়। এভাবে আরো কতকিছু তারা বলে থাকে। এ জাতীয় বেলায়তশূন্য ব্যক্তিদের সঙ্গ হতে দূরে থাকা বাঞ্চনীয়। মাওলানা রুমী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এ জাতীয় ভণ্ডদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست ✯ پس بہر دستے نباید داد دست

অর্থ: তরীকত পথে মানবরূপী শয়তান উৎপেতে বসে আছে, অতএব সত্য তালাশ না করে যারতার হাতে হাত দেয়া উচিত নয়।

আর এটাও জানা হল যে, আহলুল্লাহদের কর্মপদ্ধতি ইসলামী শরীয়তের আলোকে হয়ে থাকে। আর যে লোক পরিপূর্ণভাবে শরীয়তের অনুসারী, সে-ই আল্লাহ তা'আলার আউলিয়া ও তাঁর প্রিয়ভাজন। তরীকত হচ্ছে- শরীয়তের অনুশীলন করার নাম। উল্লেখ্য যে, আউলিয়ায়ে কেরাম ও মাশায়েখে ইজাম কুরআন ও সুন্নাহর যে নীতিমালা মেনে চলে থাকেন তা মুজতাহিদ কর্তৃক উৎঘাটিত। তাঁদের মধ্যে কেউ মুজতাহিদ ছিলেন না। না কেউ গাইরেমুক্বাল্লিদ তথা মাযহাব বিহীন ছিলেন। যেমন দুররুল মুখতারে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্রাহীম আদহাম, হযরত শকীক বলখী, মা'রূপ করখী, আবূ ইয়াজিদ বোস্তামী, হযরত ফুদাইল বিন আয়ায, হযরত দাউদ তায়ী, হযরত আবূ হামেদ আল-লুফাফ, খলফ বিন আয়ুব, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, হযরত ওকী ইবনুল জাররাহ এবং হযরত আবূ বকর ওয়াররাকসহ অন্যান্য অসংখ্য আউলিয়ায়ে কেরাম হযরত ইমাম আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।[১৫]

---

[১৫]. আদ দুররুল মুখতার, ভূমিকা, ১/১৪০

[দুই]
ইখলাস

সালফে-সালেহীনদের পবিত্র স্বভাবসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে ইখলাস বা নিষ্টা। তাঁরা প্রতিটি কাজে ইখলাসের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। তাঁদের মধ্যে সামান্যতম লোক দেখানো মনোভাব সৃষ্টি হত না। তাঁরা জানতেন যে, কোন কাজই ইখলাস ছাড়া গ্রহণযোগ্য হয় না। তাঁরা মানুষের মাঝে পরহেযগার ও ইবাদতকারী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য কোন কাজ করতেন না। তাঁরা কখনো কামনা করতেন না যে, মানুষ তাঁদেরকে ভাল বলুক। শুধুমাত্র মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জন করাই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সারা দুনিয়া তাঁদের দৃষ্টিতে নগণ্য মাত্র। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, ইখলাসের সাথে সামান্য কাজই যথেষ্ট। কিন্তু ইখলাস বিহীন রাত-দিন কাজ করলেও তা কোন কাজে আসবে না।

১. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু আলাইহিকে ইয়েমের গভর্ণর করে প্রেরণকালে ইরশাদ করেছেন,

أَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ.

'তুমি তোমার দ্বীনে ইখলাস বা একনিষ্ট হও। তাহলে সামান্য কাজই যথেষ্ট হবে।'[১৬]

২. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা সকলের জানা কথা যে, তিনি এক যুদ্ধে এক কাফেরকে পরাভূত করলেন। ওই কাফির তাঁর মুখে থুথু নিক্ষেপ করলে তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। এতে ওই কাফের আশ্চর্য হলেন আর ছেড়ে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে হযরত আলী বললেন,

گفت من تیغ از پے حق مے زنم ✿ بندۂ حقم نہ مامور تنم

[১৬]. হাকেম : আল-মুসতাদরক, কিতাবুর রেকাক, ৫/৪৩৫, হাদিস : ৭৯১৪

شیر حقم نیستم شیر ہوا ❁ فعل من بر دین من باشد گواہ

'আমি শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য তলোয়ার ধরেছি। আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা। আমি নিজের বদলা নিতে নির্দেশিত নই। আমি তো আল্লাহ তা'আলার সিংহ হই। আমি নিজের প্রবৃত্তির সিংহ নই। যেহেতু তুমি আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করেছ। সেহেতু যুদ্ধের মধ্যে নিজস্ব বিষয় জড়িত হয়ে পড়েছে। তাই ইখলাস দূরিভুত হতে লাগল। আমি তোমাকে এজন্য ছেড়ে দিলাম যে, আমার কাজ যেন ইখলাস শূন্য না হয়।'

چونکہ در آمد علتے اندر غزا ❁ تیغ را دیدم نہاں کردن سزا

'যখন ঐ যুদ্ধে এমন একটি কারণ সৃষ্টি হলো, যা ইখলাসের বহির্ভূত, তখন আমি তলোয়ার রুকে রাখাকে উচিত জেনেছি।'

ঐ কাফির হযরতের এ কথা শুনে মুসলমান হয়ে গেল। এ ব্যাপারে মাওলানা রুমী বলেন,

بس فجستہ معصیت کاں مرد کرد ❁ نے ز خارے بر دمد اوراق ورد

'প্রকৃতপক্ষে ওই কাফিরের থুথু নিক্ষেপ করা তার জন্য কল্যাণে পরিণত হল। কারণ, এতে তার ইসলাম নসীব হয়েছে।'

এ ক্ষেত্রে মাওলানা উদাহরণ দিয়ে বলেন, যেভাবে কাটাযুক্ত গাছ থেকে লাল গোলাপের পাপড়ি বের হয় সেভাবে তার গুনাহ থেকে তার ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছে।

৩. হযরত ওহাব বিন মুনাব্বাহ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ نَكَسَ اللهُ قَلْبَهُ وَكَتَبَ إِسْمَهُ فِي دِيْوَانِ أَهْلِ النَّارِ.

'যে ব্যক্তি আখিরাতের আমলের বিনিময়ে দুনিয়া চাইবে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে উল্টা করে দেবেন এবং তার নাম দোযখবাসীদের তালিকাভুক্ত করে দেবেন।'[১৭]

মূলত হযরত ওহাব বিন মুনাব্বাহ রাহমতুল্লাহি আলাইহির উক্তি আল্লাহ তা'আলার এ ইরশাদ থেকে গৃহীত। ইরশাদ হচ্ছে-

[১৭]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ২৩

وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْأَخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴿٢٠﴾

"যে ব্যক্তি আপন ভাল কাজের বিনিময়ে দুনিয়া চাইবে আমি তাকে দুনিয়ার থেকে তার নির্ধারিত অংশ দিয়ে দেব। আর আখিরাতে তার কোন অংশ থাকবে না।"[১৮]

৪. জনৈক বুযর্গ থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি ইখলাসের সাথে সর্বদা প্রথম কাতারে নামাযের জামাতে শামিল হতেন। একদিন ঘটনাক্রমে তাকে শেষ কাতারে দাঁড়াতে হয়। আর অন্তরে এ খেয়াল আসল যে, আজ লোকেরা আমাকে শেষ কাতারে দেখে কি বলবে। এই খেয়ালের কারণে লোকদের নিকট লজ্জিত হলেন। অর্থাৎ এ ধারণা হলো যে, পেছনের কাতারে দেখে লোকেরা বলবে, তার আজ কি হয়েছে যে, প্রথম কাতারে মিলতে পারেনি। এই ধারণা আসতেই তার অন্তরে এ ধারণাও জন্মালো যে, আমি প্রথম কাতারে যত নামায পড়েছি, ঐগুলোতে লোকদের দেখানো উদ্দেশ্য ছিল। তারপর ত্রিশ বৎসরের নামায কাযা করলেন।[১৯]

৫. হযরত মা'রূফ করখী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, أَخْلِصِى تَخْلُصْ অর্থাৎ হে অন্তর! ইখলাস (নিষ্ঠা) অবলম্বন করো, মুক্তি পাবে। তিনি এ-ও বলেছেন,

اَلْمُخْلِصُ مَنْ يَكْتُمُ حَسَنَاتِهِ كَمَا يَكْتُمُ سَيِّئَاتِهِ.

'মুখলিস ঐ ব্যক্তি যে আপন পুণ্যকর্মসমূহ গোপন করে, যেভাবে নিজের পাপকর্মগুলো গোপন করে।'

৬. হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমাকে আমার শ্রদ্ধেয়া আম্মা বলেছেন,

يَا بُنَيَّ لاَ تَتَعَلَّمِ الْعِلْمَ إِلاَّ إِذَا نَوَيْتَ الْعَمَلَ بِهِ وَإِلاَّ فَهُوَ وَبَالٌ عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[১৮]. আল-কুরআন, সূরা আশ শুরা, আয়াত : ২০
[১৯]. কিমিয়ায়ে সা'আদ, ২/৮৭৬

'হে বৎস! ইলম অনুসারে আমল করার নিয়ত থাকলে লেখাপড়া কর, অন্যথায় ওই ইলম কিয়ামত দিবসে তোমার শাস্তির কারণ হবে।'[২০]

৭. হযরত হাসান বসরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি সর্বদা নিজের নফসকে সম্বোধন করে বলতেন-

تَتَكَلَّمِيْنَ بِكَلَامِ الصَّالِحِيْنَ اَلْقَانِتِيْنَ الْعَابِدِيْنَ وَتَفْعَلِيْنَ فِعْلَ الْفَاسِقِيْنَ اَلْمُنَافِقِيْنَ اَلْمُرَائِيْنَ وَاللهِ مَا هٰذِهِ صِفَاتُ الْمُخْلِصِيْنَ.

'হে নফস! তুমি তো একজন বড় সৎকর্মকারী, ইবাদতকারী ও পরহেযগার লোকদের মত কথা বলতে থাক। অথচ তোমার কাজ তো লোক দেখানো, ফাসিক ও মুনাফিকের ন্যায়। আল্লাহর শপথ! এটা মুখলিস ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য হতে পারেনা। অর্থাৎ তারা কথা বলে কিন্তু কাজ করেনা- এমন বৈশিষ্টধারী নন।

দেখুন, ইমাম হাসান বসরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ওই মহান বুযর্গ যিনি শিশুকালে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহার দুধ পান করেছেন এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে তরীকতের শিক্ষা অর্জন করেছেন। তিনি চিশতীয়া, কাদেরীয়া ও সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকার মহান শায়খ। এতদসত্ত্বেও নফসকে এমনিভাবে শাসন করতেন, যাতে লৌকিকতা (রিয়া) সৃষ্টি না হয়। পক্ষান্তরে আমরা নিজেদের রিয়াকে ইখলাস মনে করে থাকি।

৮. হযরত যুননুন মিসরীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মানুষ কখন মুখলিস (একনিষ্ঠ) হয়? বললেন, যখন আল্লাহর ইবাদতে খুব চেষ্টা করে আর এটা চায় যে, লোক তাকে সম্মান না করুক, লোকদের মনে তার যে সম্মান রয়েছে তাও যেন দূর হয়ে যায়।

৯. হযরত ইয়াহইয়া বিন মু'আজ রাহমতুল্লাহি আলাইহি হতে প্রশ্ন করা হলো যে, মানুষ কখন মুখলিস হয়ে থাকে? তিনি বললেন, যখন তাঁর আচরণ দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় হবে। যদি কোন দুধপানকারী শিশুর প্রশংসা করা হয়- তখন সে খুশি হয় না। আর যদি তার নিন্দা করা হয় তাহলে খারাপ অনুভব করেন না। যেরূপ সে নিজের প্রশংসা ও নিন্দার ব্যাপারে উদাসিন হয়ে থাকে

[২০]. তাম্বিহুল মুগতারীন, পৃষ্ঠা : ২৩

সেরূপ মানুষ যখন প্রশংসা ও নিন্দার ব্যাপারে উদাসীন হয়- তখন তাকে 'মুখলিস' (নিষ্টাবান) হিসেবে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।[২১]

১০. হযরত আবু সায়িব রাহমতুল্লাহি আলাইহি ইখলাসের ব্যাপারে এতো সতর্ক থাকতেন যে, যখন পবিত্র কুরআন মাজীদ বা হাদিসে পাক শুনে তাঁর অন্তরে ক্রন্দন শুরু হতো এবং চোখে পানি প্রবাহিত হতো তখন সাথে সাথে তিনি এ ক্রন্দনকে মুচকি হাসির দিকে ধাবিত করতেন।[২২] অর্থাৎ মুচকি হাসতেন যেন কান্নার দ্বারা লোকদেখানোর প্রভাব না পড়ে। আজকাল আমরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মাহফিলের তাকরীরের সময় কান্নার ভান করি যেন মানুষ মনে করে যে, এ লোকটি খুব নরমস্বভাবের ও খোদাভীতি সম্পন্ন।

১১. হযরত আবু আবদুল্লাহ আনতাকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কিয়ামত দিবসে লোকদেখানো ইবাদতকারীদের উদ্দেশ্য বলা হবে যে, যাকে দেখানোর জন্য তুমি কাজটি করেছ- তার কাছ থেকে এর পুরস্কার চেয়ে নাও।[২৩]

১২. হযরত হাসান বসরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

مَنْ ذَمَّ نَفْسَهُ فِي الْمَلَإِ فَقَدْ مَدَحَهَا وَذٰلِكَ مِنْ عَلَامَاتِ الرِّيَاءِ.

'যে ব্যক্তি মাহফিলে নিজের নিন্দা করে বাস্তবে সে যেন নিজের প্রশংসা করল। আর এটাও লৌকিকতার নামান্তর।'[২৪]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে ওই সকল আলিম ও বক্তাদের উপদেশ গ্রহণ করা উচিত, যারা মঞ্চে দাঁড়িয়ে এ বলে নিজের নিন্দা-সমালোচনা করে থাকে যে, উপস্থিত এ সকল বুযর্গদের সামনে আমার কোন যোগ্যতা নেই। আরো বলে যে, আমি তাঁদের সামনে এরূপ এরূপ হই। এ জাতীয় কথা নিজের নিন্দা নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে এরূপ বলে নিজের পরিচয় তুলে ধরা। উলামায় বুযর্গ লোকেরা এরূপ করাকেও লৌকিকতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

১৩. হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কাউকে তার নফল রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না যে, তুমি কি রোজাদার, নাকি নয়। কেননা যদি সে বলে আমি রোজাদার। তাহলে তার অন্তর খুশি হবে। এবং

[২১]. তাম্বিহুল মুগতারীন, পৃষ্ঠা : ২৩
[২২]. তাম্বিহুল মুগতারীন, পৃষ্ঠা : ২৪
[২৩]. তাম্বিহুল মুগতারীন, পৃষ্ঠা : ২৫
[২৪]. তাম্বিহুল মুগতারীন, পৃষ্ঠা : ২৫

খেয়াল আসবে যে, আমার ইবাদত সম্পর্কে তার ধারণা আছে। যদি বলে আমি রোজা অবস্থায় নই, তাহলে সে এভাবে চিন্তিত এবং লজ্জিত হয়ে পড়বে যে, আমি রোজা রাখিনি। ঐ ব্যক্তি আমার ব্যাপারে যে ভাল ধারণা রাখত তা দূর হলো। এ জাতীয় খুশি ও চিন্তা দুইটাই লৌকিকতার শামিল। আর এ ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অপমানিত ও অপদস্থ হয়। শুধুমাত্র তোমার জানতে চাওয়ার কারণে সে লোকদেখানোর বিপদে পতিত হলো।[২৫]

১৪. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একজন লোক কা'বা শরীফের তাওয়াফ করে খোরাসানবাসীদেরকে দেখানোর চেষ্টা করত। লোকেরা তাঁকে (হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক) জিজ্ঞাসা করলেন যে, এটা কিভাবে হয়? তিনি বলেন, ঐ তাওয়াফকারী আকাংখা রাখে খোরসানবাসী তাকে দেখুক এবং এরূপ ধারণা করুক যে, এ ব্যক্তি মক্কা শরীফে অবস্থানকারী এবং সর্বদা সে এখানে তাওয়াফ ও সায়ী করে থাকে। এটা খুব উচ্চ স্তরের লোক। যখন সে এরূপ ধারণা করে তখন তাওয়াফের এখলাস দূরিভুত হয়ে যায়।[২৬]

১৫. হযরত ফুদাইল বিন আয়াজ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

أَدْرَكْنَا النَّاسَ وَهُمْ يَرَاؤُوْنَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ اَلآنَ بِمَا لاَ يَفْعَلُوْنَ.

'আমরা এমনসব লোককে দেখেছি যে, যারা তাদের আমল লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে করে থাকতো। কিন্তু বর্তমানে লোকের অবস্থা এ যে, প্রদর্শনী করে, কিন্তু আমল করে না। অর্থাৎ কোন কিছু করে না কিন্তু প্রদর্শনী করে বেড়ায়।'[২৭]

১৬. হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, যে ব্যক্তি এ ইচ্ছা পোষণ করে যে, মানুষ তার ভাল সুনাম করুক। এমতাবস্থায় সে না এখলাস করল, না তাকওয়া।[২৮]

[২৫]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ২৫
[২৬]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ২৫
[২৭]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ২৫
[২৮]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ২৫

১৭. হযরত ইকরামা রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সৎ ও ভাল কাজের নিয়ত বেশি বেশি করো। কারণ সৎ ও ভাল নিয়্যাতে কোন প্রকার লোকদেখানোর অবকাশ থাকে না।[২৯]

১৮. হযরত আবু দাউদ তায়ালসী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আলেমের উচিত যে, যখন কোন কিতাব লিখবে এতে দ্বীনের সাহায্যের নিয়তে করা। আর এরূপ ইচ্ছা না রাখা যে, ভাল লিখার জন্য মানুষ আমাকে ভাল জানবে। যদি এরূপ ইচ্ছা করে তাহলে এখলাস (নিষ্টা) রহিত হয়ে যাবে।[৩০]

১৯. আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলি মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, লোকদেখানোর তিনটি আলামত রয়েছে, এক. একাকী অবস্থায় ইবাদত করার ক্ষেত্রে অলসতা করা, দুই. নফল ইবাদত বসে আদায় করা, তিন. লোকালয়ে অলসতা না করা। বরং বেশি বেশি আমল করা। আর মানুষ তার প্রশংসা করলে ইবাদত বেশি করা। আর মন্দ বললে ইবাদত-বন্দেগী ছেড়ে দেয়া।[৩১]

২০. হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার যে আমল বা ইবাদত সম্পর্কে লোকেরা জানে আমি তাকে গণনা করিনা অর্থাৎ তা অস্তিত্বহীন হিসেবে বুঝি। কেননা মানুষের সামনে ইখলাস অর্জন করা অসম্ভব।[৩২]

২১. হযরত ইব্রাহীম তাইমী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এমন পোশাক পরিধান করতেন যদ্দরুন তাঁর বিশেষ বন্ধু-বান্ধব ছাড়া অন্য কেউ তাকে চিনত না যে, তিনি একজন আলেম। আর তিনি বলতেন- নিষ্টাবান ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে নিজ নেক-কাজগুলোকে ওইরূপ গোপন করে, যেরূপ মন্দ-কাজগুলো গোপন করে।[৩৩]

২২. হযরত ইমাম হাসান বসরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত তাউস রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে দেখেছেন যে, তিনি হেরম শরীফে একটি বড় মজলিসে হাদিস শরীফ লেখার পদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় হযরত হাসান বসরী রাহমতুল্লাহি আলাইহির কাছে গিয়ে তাঁর কানে কানে বললেন, যদি তোমার নফস তোমাকে অহংকারের দিকে ধাবিত করে অর্থাৎ যদি তোমার

[২৯]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ২৬
[৩০]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ২৬
[৩১]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ২৭
[৩২]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ২৭
[৩৩]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ২৭

নফস এ কাজ পছন্দ করে তাহলে তুমি মজলিস থেকে উঠে দাঁড়াও। অতঃপর সেই সময় হযরত তাউস রাহমতুল্লাহি আলাইহি উঠে দাঁড়ালেন।[৩৪]

২৩. হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত বিশির হাফী রাহমতুল্লাহি আলাইহি'র আলোচনার মজলিসে অংশগ্রহণ করলেন, তিনি তাঁর মজলিসের আলোচনার দৃশ্য দেখে বললেন- যদি এই মজলিস কোন সাহাবীর হতো, তাহলে আমি নিজের নফসের উপর অহংকার করা হতে নির্ভয় থাকতাম না।[৩৫]

২৪. হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি যখন পবিত্র হাদিসে লেখার জন্যে একাকী বসতেন, তখন তিনি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে বসতেন। যদি তাঁর উপর কোন মেঘমালা অতিবাহিত হতো তখন তিনি নিশ্চুপ হয়ে যেতেন এবং বলতেন যে, আমি ভয় করছি যে, এই মেঘে কোন পাথর আছে কিনা- যা আমার উপর বর্ষণ করা হবে।

২৫. একজন লোক হযরত আ'মশ রাহমতুল্লাহি আলাইহির মজলিসে হাসলে তিনি তাকে বকুনি দিলেন। আর মজলিস থেকে উঠিয়ে দিলেন এবং বললেন যে, তুমি বিদ্যা অর্জন করতে এসে হাসতেছ, যে ইলম অর্জন আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর আবশ্যক করেছে। অতঃপর তিনি দুই মাস যাবৎ তার সাথে কথা বলেননি।[৩৬]

২৬. হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে বলা হলো যে, আপনি কেন আমাদের সাথে বসে হাদিসে পাক বর্ণনা করেন না? তিনি বললেন, খোদার কসম! আমি তোমাদেরকে (হাদিসে পাক) শুনানোর উপযুক্ত মনে করিনা। তাই তোমাদেরকে হাদিসে পাক বর্ণনা করিনা। এবং আমি নিজেকেও উপযুক্ত মনে করিনা যে, তোমরা আমার মতো মানুষের কাছে হাদিস শরীফ শুনবে।[৩৭]

৩৪. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ২৭
৩৫. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ২৭
৩৬. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ২৮
৩৭. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ২৮

২৭. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা যখন পবিত্র কুরআনের তাফসীর বর্ণনা করে অবসর হতেন তখন বলতেন, এ মজলিসকে 'ইসতেগফার' বা ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত করো।[৩৮]
অর্থাৎ মজলিসের শেষ পর্যায়ে তিনি বেশি বেশি ইসতেগফার পড়তেন। হযরত ফুদাইল বিন আয়াজ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

اَلْعَمَلُ لأَجْلِ النَّاسِ رِيَاءٌ وَتَرْكُ الْعَمَلِ لأَجْلِ النَّاسِ شِرْكٌ وَ أَنْ يُعَافِيَكَ اللهُ مِنْهُمَا.

'লোকদের উদ্দেশ্যে কাজ করা রিয়া (লৌকিকতা) আর মানুষের কারণে কোন ভাল কাজ ছেড়ে দেওয়া শিরক। এ দুই শ্রেণীর কু-অভ্যাস থেকে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন।, আর ইখলাস হচ্ছে না কোন মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করা, আর না কোন মানুষের কারণে সৎকাজ ছেড়ে দেওয়া।

২৮. হযরত ইমাম শা'রানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন যে, আমল ত্যাগ করাটা হচ্ছে যেখানে প্রশংসা করার লোক থাকে সেখানে আমল করা। আর যেখানে মানুষ নেই সেখানে ছেড়ে দেওয়া।[৩৯]

২৯. হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম স্বীয় সাহায্যকারীদেরকে বলতেন, যখন তোমরা রোযা রাখ, তখন মাথায় ও দাঁড়িতে তৈল ব্যবহার করো। আর নিজেকে এরূপ দেখাবে যাতে রোযা রাখার বিষয়টি কেউ টের না পায়।[৪০]

৩০. হযরত ইকরামা রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, আমি কোন মানুষকে ওই ব্যক্তির চেয়ে বেশি অজ্ঞ দেখি নাই, যে নিজের খারাপ দিকগুলো সত্ত্বেও আশা করে- মানুষ তাকে আলেম ও সৎলোক হিসেবে জানুক। তার উদাহরণ হচ্ছে, কাটাযুক্ত গাছ লাগিয়ে খেজুরের ফল আশা করা।[৪১]

৩৮. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ২৮
৩৯. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৩২
৪০. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৩২
৪১. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৩২

৩১. হযরত আবু উমামাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু জনৈক ব্যক্তিকে সিজদায় কান্না করতে দেখে বললেন,

نَعَمْ هَذَا لَوْ كَانَ فِي بَيْتِكَ حَيْثُ لَا يَرَاكَ النَّاسُ.

'এটা অত্যন্ত ভাল কাজ তুমি যদি ঘরে করতে, যেখানে কোন মানুষ তোমাকে দেখত না।'[৪২]

শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত ইমাম গাজ্জালী রাহমতুল্লাহি আলাইহি 'এহয়াউল উলূম' নামক কিতাবে লিখেছেন যে, একজন ইবাদতকারী বহুদিন যাবৎ আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে লিপ্ত ছিলো। লোকেরা তাকে গিয়ে বলল যে, এখানে একটি সম্প্রদায় আছে, যারা একটি গাছের পূজা করে থাকে। ইবাদতকারী শুনে রাগান্বিত হলেন এবং ঐ গাছটি কাটার জন্য তৈয়ার হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে তাঁর সাথে ইবলিস একজন শায়খের আকৃতি ধারণ করে দেখা করল এবং জিজ্ঞাসা করল যে, কোথায় যাচ্ছেন? ইবাদতকারী বললেন, আমি ঐ গাছটি কাটার জন্য যাচ্ছি যেটিকে লোকেরা পূজা করে। ইবলিস বলল যে, আপনি একজন দরবেশ মানুষ। আপনার এটা করার কী প্রয়োজন পড়েছে যে, আপনি নিজস্ব ইবাদত, জিক্‌র ও প্রচেষ্টা ছেড়ে এ কাজে ব্যস্ত হবেন। আবিদ ব্যক্তি বললেন যে, এটাও আমার ইবাদত। ইবলিস বলল যে, আমি আপনাকে কখনো গাছটি কাটতে দেব না। এ বিষয়ে দু'জনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ইবাদতকারী ইবলিসকে মাটিতে ফেলে তার বক্ষে বসে পড়লেন। ইবলিস বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনার সাথে একটি কথা বলতে চাই। তিনি সরে গেলেন। অতঃপর ইবলিস উঠে বলল- আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর এ গাছ কাটা ফরয করেননি এবং আপনি নিজে এর পূজা করেন না। তাহলে আপনার কি প্রয়োজন আছে- এ বিষয়ে চিন্তা করার। আপনি কী নবী, নাকি আপনাকে আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিয়েছেন? যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট এ গাছ কাটার প্রয়োজন হতো, তাহলে তিনি কোন নবীকে হুকুম দিয়ে কাটিয়ে ফেলতেন। আবিদ বললেন, আমি অবশ্যই কাটব। তারপর তাদের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হল। আবারও আবিদ বিজয়ী হল। তাকে (ইবলিস) ফেলে তার বক্ষে বসে পড়ল। ইবলিস পরাজিত হল।

[৪২]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৩২

তারপর (ইবলিস) আরেকটি কৌশল বের করল এবং বলল যে, আমি এমন একটি কথা বলছি, যা আমার এবং আপনার মধ্যে ফয়সালা দিবে এবং তা আপনার জন্য অনেক কল্যাণ ও উপকার হবে। ইবাদতকারী বলল, ঐটা কী? ইবলিস বলল, আগে আমাকে ছেড়ে দিন। তারপর আমি আপনাকে বলছি। তিনি ছেড়ে দিলেন, তারপর ইবলিস বললো, আপনি একজন ফকীর-দরবেশ মানুষ। আপনার কাছে কোন অর্থ-সম্পদ নেই। মানুষ আপনার রুটি ও রুজির ব্যবস্থা করে থাকে। আপনি কী চান না যে, আপনার সম্পদ হোক এবং এর থেকে নিজের ও আত্মীয়-স্বজনের খবরা-খবর নিবেন। আর নিজেও মানুষের অমুখাপেক্ষী হয়ে জীবনযাপন করবেন। তিনি (ইবাদতকারী) বললেন, হ্যাঁ, এটা তো অন্তরও চায়। তারপর ইবলিস বলল যে, এই গাছ কাটা থেকে ফিরে আসুন। আমি প্রতি দিন-রাত আপনাকে দুই দিনার দেবো। আপনি নিজের জন্য, আপন পরিবার-পরিজন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশিদের জন্য তা খরচ করবেন। এটা আপনার জন্য অত্যন্ত উপকার এবং মুসলমানদের জন্য বেশি উপকার হবে। যদি আপনি এই গাছটি কেটে ফেলেন, তাহলে এতে আরেকটি গাছ লাগানো হবে, এতে আপনার কী উপকার হবে? ইবাদতকারী কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন এবং মনে মনে ভাবলেন, শায়খ তো (ইবলিস) ঠিক বলেছ। আমি কোন নবী নই যে, এটা কাটা আমার উপর আবশ্যক। আর এটা কাটার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আমাকে কোন নির্দেশ দেননি যে, আমি না কাটলে গোনাহগার হব। আর যে কথা এই শায়খ (ইবলিস) বলছে তাই নিঃসন্দেহে উপকারী।

এটা বুঝে ইবাদতকারী ইবলিসের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং পূর্বের অঙ্গীকার ত্যাগ করলেন। পরদিন সকালে বিছানায় দুই দিনার পেয়ে খুব খুশি হলেন। এভাবে দ্বিতীয় দিনও দুই দিনার মিলল। তারপর তৃতীয় দিন কিছুই মিলল না। ফলে আবিদ ব্যক্তি রাগান্বিত হলেন এবং গাছটি কাটার জন্য ইচ্ছা করলেন। তারপর ইবলিস আগের আকৃতিতে সামনে আসল। এবং বলল যে, আপনি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছেন? আবিদ ব্যক্তি বললেন যে, গাছটি কাটব। ইবলিস বলল, আমি কখনো যেতে দেব না। এ বিতর্কের মধ্যে উভয়ে কুস্তিতে লিপ্ত হয়ে পড়ল। ইবলিস আবিদ ব্যক্তিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বক্ষে বসে পড়ল। এবং বলল যে, ঐ সংকল্প ছেড়ে দিন, তা আপনার জন্য মঙ্গল হবে। অন্যথায় আপনাকে জবেহ করে দিব। আবিদ ব্যক্তি বুঝতে পারল যে, তার (ইবলিস) সাথে মোকাবিলা করার ক্ষমতা তার নেই। ফলে বলল যে, এ

ঘটনার কারণ কী যে, প্রথমবার তো আমি তোমাকে পরাভূত করেছিলাম, অথচ আজ তুমি বিজয়ী। শয়তান বলল, ওই দিন তো আপনি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য গাছ কাটতে বেরিয়েছিলেন। আপনার নিয়তে ইখলাস ছিল। কিন্তু আজ আপনার দুই দিনার না পাওয়াতে রাগ এসেছে। আর আজ আপনি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বের হননি। এ কারণে আজ আমি বিজয়ী হয়েছি।

এ ঘটনা থেকে বুঝা গেল যে, শয়তান মুখলিস (একনিষ্ট) বান্দাদের উপর জয়লাভ করতে পারেনা। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা করেছেন-

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

'কিন্তু তাদের মধ্যে যারা নিষ্টাবান বান্দা (তুমি তাদের ধোঁকা দিতে পারবে না)।'[৪৩]

সুতরাং বুঝা গেল যে, ইখলাস ছাড়া কোন বান্দা শয়তান থেকে বাঁচতে পারেনা। ইখলাস থাকাবস্থায় শয়তানের পক্ষ হতে কোন প্রতিবন্ধকতা আসতে পারেনা।[৪৪]

---

৪৩. আল-কুরআন, সূরা হিজর, আয়াত : ৪০

৪৪. এহয়াযুল উলুমুদ দ্বীন, কিতাবুন নিয়ত ওয়াল এখলাস ওয়াস সিদকে, আল বাবুছ ছানী ফিল এখলাস ওয়া ফযিলত..., ৫/১০৪

[তিন]

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ভালবাসা এবং শত্রুতা করা

সালফে-সালেহীনদের স্বভাবগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, তাঁরা যে ব্যাক্তির সাথে ভালবাসা কিংবা দুশমনি রাখতেন- তা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রেক্ষিতে রাখতেন। এতে দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য থাকতনা। অর্থাৎ পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে কারো সাথে সম্পর্ক রাখতেন না; বরং তাঁদের উদ্দেশ্য হতো মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন। যদি কোন ব্যক্তি সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনদার হয়, তাহলে তার সাথে দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পর্ক রাখতেন। যদি বেদ্বীন তথা ধর্মহীন হয়, তাহলে তাকে হেদায়ত তথা পথ-প্রদর্শন করতেন। আর এটাই হচ্ছে ঈমানের পূর্ণতা। যেমন হাদিসে বর্ণিত আছে যে-

مَنْ أَحَبَّ لله وَأَبْغَضَ لله وَأَعْطَى لله وَمَنَعَ لله فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালোবাসলো, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে ঘৃণা করলো, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কিছু প্রদান করলো এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বারণ করলো, তাহলে সে ঈমানে পূর্ণতা অর্জন করল।'[৪৫]

১. আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে ওহী প্রেরণ করলেন যে, তুমি আমার জন্য কি কাজ করেছ? হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আরজ করলেন, হ্যাঁ, আমি আপনার জন্য নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি, দান-খায়রাত করেছি এবং আরো অন্যান্য নেক-কাজ করেছি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, এসব তো তোমার জন্য। তুমি আমার প্রিয়জনের সাথে আমার কারণে

৪৫. আবু দাউদ : আস সুনান, কিতাবুস সুন্নাহ, ৪/২৯০, হাদিস : ৪৬৮১

ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করেছ আর আমার দুশমনের সাথে আমার কারণে দুশমনি রেখেছ কি?[৪৬]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে ভালবাসা এবং দুশমনি রাখা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। হযরত হাসান বসরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ফরমায়েছেন,

مُصَارَمَةُ الْفَاسِقِ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ.

'কোন ফাসিক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করার নামান্তর।'[৪৭]

২. হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি হতে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কোন ফাসিক ব্যক্তির নিকট শোকপ্রকাশ কিংবা সমবেদনা প্রকাশ করতে যাওয়া বৈধ কিনা? তিনি বললেন, বৈধতা নেই।[৪৮]

৩. হযরত হাসান বসরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

مَنْ إِدَّعَى أَنَّهُ يُحِبُّ عَبْدًا لله تَعَالَى وَلَمْ يُبْغِضْهُ إِذَا عَصَى اللهَ تَعَالَى فَقَدْ كَذِبَ فِي دَعْوَاهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ لله.

'কোন ব্যক্তি দাবি করল যে, সে অমুককে আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে ভালবাসে। আর ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কোন প্রকার নাফরমানি করলে, তখন সে তাকে খারাপ মনে করে না। তাহলে আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে ভালবাসার যে দাবি সে করল, তাতে সে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলো।'

তার ভালবাসাটা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অজানার্থে বলে বিবেচিত করা হবে না। আর যদি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতাকে খারাপ জানত। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যধন্য বান্দারা ধর্মহীন ব্যক্তিদের সাথে এ জাতীয় আচরণ করতেন। হযরত মালিক বিন দিনার রাহমতুল্লাহি আলাইহি যখন তার সম্মুখে কোন কুকুরকে বসা অবস্থায় দেখতেন, তখন তিনি ওটাকে তাড়াতেন না; বরং বলতেন- هُوَ خَيْرٌ مِّنْ قَرِيْنِ السُّوْءِ। 'খারাপ সঙ্গী থেকে কুকুর অনেক ভাল।' হযরত আহমদ বিন হারব রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, 'নেক্কার ব্যক্তির সাথে ভালবাসা স্থাপন এবং তাঁদের পার্শ্বে বসা, তাঁদের সঙ্গ লাভ করা, তাঁদের কাজকর্ম ও বর্ণনার আলোকে কাজ করা মানবীয় আত্মার জন্য এর চেয়ে বেশি উপকারী আর কিছুই নেই। পক্ষান্তরে খারাপ ব্যক্তির সাহচর্য গ্রহণ করা, ফাসিকদের সাথে উঠা-বসা করা, তাদের খারাপ কাজগুলো দেখে তা খারাপ হিসেবে না জানা ইত্যাদি এগুলোর চেয়ে আত্মার ক্ষতিকারক আর কিছুই নেই।'[৪৯]

৪. হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছেন, সীমালঙ্ঘনকারীর প্রতি দুশমনি রেখে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালবাসা স্থাপন করো। আর সীমালঙ্ঘনকারী হতে দূরে থেকে আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত হও। আর সীমালঙ্ঘনকারীকে খারাপ জেনে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করো। তখন লোকেরা আরজ করল- হে আল্লাহ তা'আলার নবী! অতঃপর আমরা কার সঙ্গ নেব? তিনি ইরশাদ করলেন, جَالِسُوْا مَنْ يَذْكُرُكُمُ اللهَ رُؤْيَتُهُ 'ঐ লোকের সান্নিধ্যে যাও, যাঁকে দেখলে তোমাদের আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হয়।' যাদের উপদেশের দরুন তোমাদের কাজের গতি বৃদ্ধি পায়। আর যাদের কর্মপ্রাণালী তোমাদেরকে আখেরাতের দিকে আকৃষ্ট করে।[৫০]

৫. হযরত সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু নিম্নোক্ত আয়াত[৫১]- لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ঈমান বিশুদ্ধ করল এবং আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের উপর পূর্ণ ঈমান আনল সে যেন বিদআতী তথা খারাপ কাজের প্রবর্তক এর সাথে উঠাবসা না করে, তার সাথে আহার না করে। বরং তার প্রতি দুশমনি ও রাগ্ প্রকাশ করে। আর যে ব্যক্তি বিদআতীর সাথে খোশামোদ কিংবা চাটুকারিতার সুযোগ নেয় আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তার থেকে ঈমানের মৌলিক স্বাদ নিয়ে নিবেন। আর যে বিদআতীর আশ্রয়ে সম্মান চায় কিংবা অর্থ অর্জনের প্রচেষ্টা চালায় মহান আল্লাহ তা'আলা তার ইজ্জতের অবনতি এবং ঐ প্রাচুর্যে দারিদ্রতায় নিমজ্জিত করবেন।

৪৬. তানবীহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৫
৪৭. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৬
৪৮. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৬

৪৯. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৭
৫০. নুযহাতুন নাযিরীন, কিতাবু আদাবিস সুহবাহ, পৃষ্ঠা : ১৬৬
৫১. তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধচারীদেরকে– (আল কুরআন : সূরা : মুজাদালা, আয়াত : ২২)

৬. হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি কোন বেদআতীর কথা শুনে আল্লাহ তা'আলা তাকে ওই কথা দ্বারা কোন উপকার দিবেন না। আর যে ব্যক্তি কোন বেদবাতীকে সালাম করবে সে যেন ইসলামের শক্তিকে ভেঙ্গে দিল।

৭. হযরত ফুদাইল বিন আয়াজ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি বিদআতী লোকের সাথে সম্পর্ক রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার যাবতীয় আমলনামা নষ্ট করে দেন এবং তার অন্তর থেকে ইসলামের জ্যোতি বের হয়ে যায়। যে ব্যক্তি বিদআতীর সাথে বসে তারও একই অবস্থা। সুতরাং এর থেকেও বাঁচা অত্যাবশ্যক। তাঁর (হযরত ফুদাইল বিন আয়াজ) হতে আরো বর্ণিত আছে, যে রাস্তা দিয়ে বিদআতী চলাচল করে, ঐ রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা থেকেও বিরত থাকো।

তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর সাক্ষাতে যায়, তার অন্তর থেকে ঈমানী নূর চলে যেতে থাকবে।[৫২]

নোট : জ্ঞাতব্য যে, এ যুগে (বর্তমান সময়ে) মাযহাবের অনুসারী ব্যতিত যতগুলো দল-উপদল রয়েছে, সবই বিদআতী হিসেবে গণ্য। তাদের সঙ্গ এবং সাক্ষাত নিষিদ্ধ।

সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ তিন সাহাবীর সাথে কথাবর্তা ও চলাফেরা বন্ধ করে দিয়েছিলেন যারা একটি যুদ্ধে পিছপা হয়েছিলেন। আর সাহাবায়ে কেরাম শরীয়তের বিরুদ্ধচারণকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতেন। সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জাতীয় লোকের ব্যাপারে ফরমালেন যে, لَا يُصَلِّي لَكُمْ অর্থাৎ সে যেন তোমাদের নামাজের ইমামতি না করে যে কিব্‌লামুখী হয়ে থুথু নিক্ষেপ করেছে। আজকাল আমরা কোন বে-আদব দল-উপদলের অনুগত ব্যক্তির পেছনে নামায আদায় বাধা দিলে, এতে এটাকে আমাদেরকে বিচ্ছিন্নবাদি হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। অথচ এরূপ করাটা বিচ্ছিন্নবাদিতা বা বিভক্তি নয়; বরং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যই। মুসলিম শরীফে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন,

[৫২]. মাজালিসুল আবরার

فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ.

'তোমরা তাদের হতে বেঁচে থাক এবং তাদেরকে নিজেদের হতে আলাদা রাখ। (যেন) তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং ফিতনায় পতিত করতে না পারে।'[৫৩]

দেখুন, সরকারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদ্বীন তথা ধর্মহীনদের থেকে বাঁচার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তাহলে কী ওই সব লোক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরও বিভক্তি, কিংবা বিচ্ছিন্নবাদিতার অপবাদ দিবে! আল্লাহর পানাহ! আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে কিঞ্চিৎ পরিমাণ ঈমানের নিশ্চয়তা দেননি, যে বেদ্বীন তথা ধর্মহীনদেরকে অন্তর থেকে খারাপ জানে না। (সহীহ মুসলিম) আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

---

[৫৩]. সহীহ মুসলিম শরীফ, আল মুকাদ্দামা, بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالاِحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا হাদিস : ৭, পৃষ্ঠা : ৯

[চার]
নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়া

বুযর্গদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আত্মদান বা অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়া। তাঁরা নিজেদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাঁরা নিজেরা কষ্ট বরণ করেও অন্যদের শান্তির জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান।

১. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক আনসারী সাহাবী একজন মেহমানকে ঘরে নিয়ে গেলেন। তাঁর ঘরে মাত্র একজনের খাবার ছিল। তিনি ঐ খাবার মেহমানের সামনে দিলেন এবং স্ত্রীকে চেরাগের আলো নিভিয়ে দিতে ইশারা করলেন। স্ত্রীও কথা মত চেরাগ নিভিয়ে দিলেন। আর মেহমানের সাথে ঐ সাহাবী বসে পড়লেন এবং মুখে খাওয়ার ভান তথা ছব ছব করতে লাগলেন যেন মেহমান বুঝতে পারে যে তিনিও তার সাথে খাচ্ছেন। তিনি এভাবে সব খাবার মেহমানকে খাওয়ালেন। আর নিজে এবং পরিবারের সবাই অনাহারে শুয়ে পড়লেন। এই বিষয়ে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়-

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ

"আর তাঁরা নিজেদের উপর (অন্যদের) প্রাধান্য দেন। যদিও তাঁদের অত্যাধিক অভাব ছিল।"[৫৪]

একদিন একজন সাহাবীর কাছে কিছু বকরীর গোশত সদকা স্বরূপ আনা হলে, তিনি বলেছেন যে, অমুক আমার চেয়ে অধিক গরীব। তাঁকে দিয়ে দিন। অনুরূপভাবে তাঁর (দ্বিতীয় জনের) কাছে নেওয়া হলো, তিনি অন্যজনের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সেও তা (সদকা) অন্যজনের নিকট প্রেরণ করে দিলেন। এভাবে ফিরতে ফিরতে ওই খাবার শেষ পর্যন্ত প্রথম ব্যক্তির কাছে আসল।[৫৫]

৫৪. পারা-২৮, সূরা হাশর : ৯, তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড : ৮, পৃ. ১০০
৫৫. হাকেম : আল-মুসতাদরিক, তাফসীর সূরা হাশর, باب قصة إيثار الصحابة , হাদিস : ৩৮৫২, ৩/২৯৯)

সাহাবায়ে কেরাম এরূপ ত্যাগ করেছেন যে, মুহাজির ভাইয়ের জন্য নিজের যাবতীয় সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করে একভাগ নিজের জন্য অপর ভাগ মুহাজিরকে প্রদান করেছেন। বরং যার কাছে দুইজন স্ত্রী ছিল, এদের একজনকে মুহাজিরের পছন্দের নিরিখে তালাক দিয়ে তাঁর (মুহাজির) সাথে শাদী দিয়েছেন। আল্লাহু আকবর! এ প্রকার ভ্রাতৃত্ব ও সমবেদনার কোন দৃষ্টান্ত আজ পৃথিবীতে চোখে পড়ে না।

২. ইয়ারমুক যুদ্ধে একজন আহত ব্যক্তি পানি চাইলে, জনৈক লোক তাঁর কাছে পানি নিয়ে উপস্থিত হয়। পরপরই অপর এক আহত ব্যক্তি পানি বলে আওয়াজ দিলে প্রথম আহত ব্যক্তি বললেন, ওই ভাইকে প্রথমে পানি পান করান। পানিবহনকারী লোকটি যখন দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হয় তখন তৃতীয় আরেকজন পানি বলে চিৎকার দিলেন। দ্বিতীয়জন বললেন, ঐ ব্যক্তিকে প্রথমে পানি দেন। পানি উপস্থিত করা হলে- আরেকজন পানি পানি বলে চিৎকার করলো। তৃতীয়জন বললেন, উনাকে পানি দেন। পানি সরবরাহকারী যখন তার নিকট উপস্থিত হলেন, তখন দেখা গেল তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। দ্বিতীয়জনের নিকট আসলে- সেও শহীদ হয়ে যায়। এভাবে একের পর এক সবাই শহীদ হলেন। কিন্তু কেউ পানি পান করেননি। তাঁরা নিজেদের জান বাঁচানোর তোয়াক্কা না করে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে গেছেন।[৫৬]

৩. এভাবে কিছু সংখ্যক দরবেশকে অগ্নিপূজার অপবাদ দিয়ে গ্রেফতার করা হলো। এবং সরকারী হুকুম হল যে, তাঁদের হত্যা করা হোক। যখন হত্যার প্রস্তুতি নেওয়া হলো তখন তাদের (দরবেশ) প্রত্যেকে চাইল যে, প্রথমে আমাকে হত্যা করা হোক। যাতে এক বা দুই নিঃশ্বাস জিন্দেগী অপর ভাই বেশি পায়। এবং প্রত্যেকে অপর ভাইয়ের আগে শহীদ হওয়ার আশা ব্যক্ত করলেন। বাদশাহ এ পরিস্থিতি দেখে সবাইকে মুক্তি দিয়ে দিলেন।

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝

"তাঁরা তাঁর মুহাব্বতে মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদের খাবার খাওয়াতেন।"[৫৭]

৫৬. তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা হাশর, আয়াত : ৯, ৮/১০০
৫৭. আল-কুরআন, সূরা দাহার, আয়াত : ৮

উপরোল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, সৈয়্যদুনা আমীরুল মু'মিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং তাঁদের সাহেবজাদাগণ তিনদিন রোযা রেখেছিলেন। প্রথমদিন ইফতারের সময় হলে একজন মিসকীন এসে খাবার চাইলে তা তাকে দিয়ে দিলেন। দ্বিতীয়দিন একজন এতিম উপস্থিত হলে তাকে খাবার দিয়ে দেন। তৃতীয় দিন একজন বন্দী আসলে তাকে নিজেদের আহার দিয়ে দিলেন। সুতরাং নিজের এবং পরিবারের ক্ষুধার বিষয়টি তোয়াক্কা না করে অভাবী ভিক্ষুকদের দেওয়া উচ্চ ধরনের ইসার বা আত্মদান হিসেবে গণ্য।[৫৮]

---

[৫৮]. তাফসীরে কবীর, ১/৭৪৬

[পাঁচ]
কপটতা পরিত্যাগ করা

সালফে-সালেহীনগণের স্বভাবে নিফাক তথা কপটতার অস্থিত্ব ছিল না। তাঁরা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সৎকাজে সমান ছিলেন। তাঁরা এমন কোন আমল করতেন না যার কারণে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়।

১. হযরত খিজির আলাইহিস সালাম, হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মদীনা মুশাররফা-ই একত্রিত হলেন। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, আপনি আমাকে কোন একটি উপদেশ দিন। তখন তিনি ফরমালেন,

إِيَّاكَ يَا عُمَرُ أَنْ تَكُونَ وَلِيًّا لله فِي الْعَلَانِيَةِ وَعَدُوًّا فِي السِّرِّ.

'হে উমর! এ কাজ থেকে বেঁচে থাকো যে, প্রকাশ্যে আপনি আল্লাহ তা'আলার বন্ধু হবেন আর গোপনে তাঁর দুশমন হবেন।'

কেননা যার জাহের ও বাতেন এক হবে না, সেতো মুনাফিক হিসেবে বিবেচিত। আর মুনাফিকের স্থান হচ্ছে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। এটা শুনে হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাদিয়াল্লাহু আনহু এভাবে কাঁদলেন যে, তাঁর চোখের অশ্রুতে দাঁড়ি ভিজে যায়।[৫৯]

২. হযরত মাহলাব বিন আবু সাফরা ফরমায়েছেন যে,

إِنِّيْ لأَكْرَهُ الرَّجُلَ يَكُونُ لِلِسَانِهِ فَضْلٌ عَلَى فِعْلِهِ.

'আমি ওই লোককে অপছন্দ করি, যার মুখের ভাষা তার কাজের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। অর্থাৎ যার কথা বেশ সুন্দর কাজ সুন্দর না।'[৬০]

৩. হযরত আব্দুল ওয়াহিদ বিন যায়েদ রাহমতুল্লাহি আলাইহি ফরমায়েছেন যে, হযরত ইমাম হাসান বসরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি মর্যাদার যে স্তরে পৌঁছেছেন-

---

[৫৯]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৩৯
[৬০]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪০

তা এ জন্য যে, তিনি যে বিষয়ে অন্যকে হুকুম দিতেন তা সবার আগে নিজে করতেন। আর যা থেকে বাধা দিতেন, তা থেকে তিনি নিজেই প্রথমে দূরে সরে যেতেন। তিনি (আব্দুল ওয়াহিদ) বলেছেন যে, আমি কোন মানুষকে হযরত হাসান বসরী রাদিয়াল্লাহু আনহু অপেক্ষা এ ক্ষেত্রে বেশি অভ্যাস্ত হতে দেখিনি যে, যার জাহের ও বাতেন একইরূপ।[৬১]

৪. হযরত মুয়াবিয়া বিন কুররা রাহমতুল্লাহি আলাইহি ফরমায়েছেন যে,

بُكَاءُ الْقَلْبِ خَيْرٌ مِّنْ بُكَاءِ الْعَيْنِ.

'চোখের ক্রন্দনের চেয়ে অন্তরের ক্রন্দন উত্তম।'[৬২]

৫. হযরত মারওয়ান বিন মুহাম্মদ বলতেন, লোকেরা যে ব্যক্তির প্রশংসা করে আমি ওই ব্যক্তি তাদের প্রশংসা কম পেয়েছি। কিন্তু হযরত ওয়া'কী রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে আমি লোকের প্রশংসার চেয়ে বেশি পেয়েছি।[৬৩]

৬. হযরত উতবা বিন আমের রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, যখন কোন মানুষের অভ্যন্তর ও বাহ্যিক উভয়টি এক হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফিরিশতাদের বলেন,

هَذَا عَبْدِىْ حَقًّا.

'এ ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে আমার বান্দা।'[৬৪]

৭. হযরত আবু আব্দুল্লাহ আনতাকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, গোপনীয় অপরাধ থেকে বেঁচে থাকা সর্বোত্তম ইবাদত। তাঁর কাছ থেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি বললেন, যে ব্যক্তি অভ্যন্তরীণ গোনাহ ত্যাগ করে, সে বাহ্যিক পর্যায়েও গোনাহ থেকে বাঁচার অত্যাধিক চেষ্টা করে থাকে। তিনি আরো বলেন, অপ্রকাশ্য দিক প্রকাশ্য দিক হতে উত্তম হওয়া আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ বিশেষ। আর ভিতর ও বাহির এক হওয়াটা হচ্ছে আদল তথা ন্যায়পরায়নতা। বাহ্যিকতা গোপনীয়তা হতে ভাল হওয়া অন্যায় ও জুলুমের নামান্তর।[৬৫]

৬১. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪০
৬২. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪০
৬৩. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪০
৬৪. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪০
৬৫. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪০

৮. হযরত ইউসুফ বিন আসবাত রাহমতুল্লাহি আলাইহি ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা কোন একজন নবীকে ওহী করেছেন, তিনি যেন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে দেন যে, তারা যেন আমলসমূহ আমার জন্য গোপন করে আর আমি তাদের আমলসমূহ প্রকাশ করে দেবো।[৬৬]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনার্থে গোপনে ইবাদত করবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদতকে দুনিয়াবাসীর কাছে প্রকাশ করবেন। আর দুনিয়াবাসীর নিকট ওই ইবাদতকারী প্রসিদ্ধি লাভ করবে। হযরত মালিক বিন দিনার রাহমতুল্লাহি আলাইহি ফরমায়েছেন যে, এ অবস্থা থেকে বাঁচো যে, তুমি দিনে সৎকর্মকারী হবে অথচ রাতে শয়তানী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবে।[৬৭]

৯. হযরত মুয়াবিয়া বিন কুররা রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, আমাকে এমন এক লোক দেখাও, যে রাতে কান্নাকাটি করে এবং দিনে হাসে। অর্থাৎ এ জাতীয় লোক খুবই কম।[৬৮]

১০. হযরত আবু আব্দুল্লাহ সমরখান্দী রাহমতুল্লাহি আলাইহি যখন লোকদেরকে তাঁর প্রশংসা করতে শুনতেন তখন বলতেন-

وَاللهِ مَا مِثْلِى وَمِثْلَكُمْ إِلاَّ كَمَثَلِ جَارِيَةٍ ذَهَبَتْ بَكَارَتُهَا بِالْفُجُورِ وَأَهْلُهَا لاَ يَعْلَمُونَ بِذَلِكَ فَهُمْ يَفْرَحُونَ بِهَا لَيْلَةَ الزُّفَافِ وَهِىَ حَزِيْنَةٌ خَوْفُ الْفَضِيْحَةِ.

'আল্লাহ তা'আলার শপথ! আমার এবং তোমাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যেরূপ একজন যুবতী যার কুমারিত্ব পাপাচারের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে আর তার পরিবার তা জানেনা। (এ ক্ষেত্রে) বাসররাতে তার পরিবার-পরিজন আনন্দিত হয়। আর ঐ যুবতী তার বদনামের ভয়ে চিন্তিত থাকে।'[৬৯]

৬৬. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪০
৬৭. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪১
৬৮. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪১
৬৯. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪১

১১. হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ফরমায়েছেন যে, আজকাল (তৎকালীন সময়) লোকদেখানোর আধিক্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ তার ইবাদতকে প্রকাশ করে থাকে। অথচ তার ভিতরটা হিংসা, নিন্দা, ক্রোধ, শত্রুতা, কার্পণ্যতাসহ অন্যান্য অপরাধে পরিপূর্ণ। যদি তোমাদের এ চরিত্রের ইবাদতকারীর নিকট যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তাহলে এ স্বভাবে অন্য ইবাদতকারী ও বিদ্যানদের নিকট হতে কোন প্রকারের সুপারিশ নিয়ে তাদের নিকট যাবেনা। কারণ এতে সে অসন্তুষ্ট হবে। তবে অবশ্যই অবশ্যই যদি কোন ধনবান ব্যক্তির সুপারিশ নিয়ে যাও, তাহলে তোমার কাজ হয়ে যাবে।[৭০]

মূলকথা হচ্ছে যে, এ সকল লোকের দুনিয়াদারদের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে। আর আপন যাবতীয় ইবাদত লোকদের দেখানোর জন্য করে থাকে। এ জন্য তারা দুনিয়াদারদের কথামতে চলে থাকে। বস্তুতপক্ষে তারা আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দাদের সাথে আন্তরিক নয়; বরং হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে। এ কারণে তাদের কথা শুনবে না কিংবা তাঁদেরকে মান্য করবেনা। আল্লাহু আকবর! এটা ঐ সময়ের অবস্থা, যেটা নবুয়তি জামানার অধিক নিকটবর্তী ছিল। তাহলে এর থেকে অনুমান করতে হবে যে, আজকালের কি অবস্থা হবে! বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে এসেছে যে, যে দিন সামনে আসছে, তার পরের দিন আরো খারাপ হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা যুগের বিপর্যয় থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আমীন!

---

[৭০]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪২

[ছয়]
শাসকের অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করা

সালফে-সালেহীনদের অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁরা বিচারকদের অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করতেন। অত্যন্ত কষ্টের সাথে সময় অতিবাহিত করতেন। আর বলতেন, এ কষ্ট আমাদের গোনাহের শাস্তির বিবেচনায় অনেক কম।

১. হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন যে, হাজ্জাজ সাকাফী ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এক পরীক্ষা, যা বান্দাদের গোনাহের কারণে এসেছিল।[৭১]

২. ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

إِذَا ابْتُلِيْتَ بِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَخَرِقَتْ دِيْنُكَ بِسَبَبِهِ فَرَقِّعْهُ بِكَثْرَةِ الإِسْتِغْفَارِ لَكَ وَلَهُ أَيْضًا.

'যখন তুমি জালিম বাদশা দ্বারা বিপদের সম্মুখীন হও এবং তার কারণে তোমার ধর্মে বিপর্যয় দেখা দেয়, তখন এ বিপর্যয়কে বেশী বেশী করে ইসতেগফার করা দ্বারা রক্ষা কর- নিজের জন্য এবং অত্যাচারী শাসকের জন্য।'[৭২]

৩. বাদশাহ হারুনুর রশিদ অন্যায়ভাবে একজন লোককে গ্রেফতার করেছিল। তারপর ঐ ব্যক্তি বাদশাহ হারুনকে পত্র লিখলেন, 'বাদশাহ মহোদয়! যেদিনগুলো আমার বন্দিত্ব ও কষ্টে অতিবাহিত হচ্ছে, ঐ দিনগুলো আপনার আনন্দ ও খুশিতে অতিবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ উভয়ের হায়াত সমানভাবে অতিবাহিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলার বিচার অতি নিকটে। আর আমার এবং আপনার মাঝখানে আল্লাহ তা'আলা বিদ্যমান।' হারুনুর রশিদ যখন এ পত্র

[৭১]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪২
[৭২]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪২

পড়লেন, তখন তাকে মুক্ত করে দিলেন এবং তার প্রতি অনেক ইহসান বা কল্যাণ করলেন।[৭৩]

৪. হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট কিছু লোক উপঢৌকন নিয়ে আসলেন আর বললেন, বাদশাহ সাহেব এগুলো আপনার নিকট পাঠিয়েছেন যেন আপনি এগুলো ভিখারীদের মাঝে বন্টন করে দেন। তিনি সবই ফেরৎ দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন যালিম-অত্যাচারীর নিকট হিসাব চাইবেন যে, এতো মাল-সম্পদ কি করেছ? তখন সে বলবে- আমি ইব্রাহিমকে দিয়েছি। তাহলে আমাকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে। এ জন্য এই সম্পদ যে অর্জন করেছে সে-ই বন্টন করাটা খুব উত্তম হবে।[৭৪]

৫. হযরত মালিক বিন দিনার রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তাওরীত শরীফে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, সকল বাদশার অন্তর আমার কুদরতী নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যে আমার নির্দেশনা মেনে চলবে, তার জন্য বাদশাহগণকে রহমত-এ পরিণত করব। যে আমার অবাধ্য হবে তার জন্য বাদশাহগণকে শাস্তির কারণ করে দিব। সুতরাং তোমরা বাদশাহদের নিন্দা প্রকাশে লিপ্ত হয়ো না; বরং আমার দরবারে তাওবা করো আমি তাদেরকে তোমাদের দয়াদ্র করে দেব।

আমি (লিখক) বলছি যে, এ বিষয়টি হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে, যেমন– হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, হুজুর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ফরমায়েছেন,

أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا مَالِكُ الْمُلُوكِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ قُلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدِيْ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصُوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنَّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءُ

[৭৩]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৩
[৭৪]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৩

الْعَذَابِ فَلاَ تَشْغَلُوْا أَنْفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنْ اِشْغَلُوْا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ كَيْ أَكْفِيَكُمْ مُلُوكَكُمْ. رواه أبو نعيم في الحلية.

'আমি আল্লাহ তা'আলা, আমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আমি বাদশাদের মালিক। আমি বাদশাদের বাদশাহ। বাদশাদের অন্তর আমার কুদরতী হাতে রয়েছে। যখন মানুষ আমার আনুগত্য করে তখন আমি বাদশাদের অন্তরে রহমত ও নম্রতা দিয়ে থাকি। যখন আমার বিরুদ্ধচারণ করে, তখন তাদের বাদশাদের অন্তরে শাস্তি ও ক্রোধ দিয়ে থাকি। অতঃপর তারা (বাদশা) তাদেরকে (প্রজা) কঠিন শাস্তি দিয়ে থাকে। সুতরাং তোমরা বাদশার দুর্নাম করাতে মগ্ন থেকো না। বরং আমার স্মরণ ও কান্নাকাটিতে মগ্ন থাক, যাতে আমি তোমাদের জন্য বাদশাহকে নিয়ন্ত্রণ করে দিই। অর্থাৎ তাহলে বাদশাহ সুন্দর আচরণ ও ভালবাসার চাদরে তোমাদের বেষ্টিত করবে।'[৭৫]

এই হাদীস শরীফে কী সুন্দরতম চিকিৎসা আল্লাহ সুবহানাহু ফরমায়েছেন। আফসোস হচ্ছে, মানুষ এর উপর আমল করে না। বরং এর বিপরীত করে থাকে। এ কারণে তাদের কোন প্রকার প্রচেষ্টায় ও আহাজারিতে প্রভাব পড়ছে না। সূফীবৃন্দ এ হাদীসের উপর আমল করেন। আর আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকেন। মুসলমানদেরকে প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে থাকেন। জনসাধারণকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও জিকরে মশগুল রাখেন। এবং এ বিষয়ে উৎসাহিত হতে ও বিনীত হওয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। পরিশেষে কামিল মু'মিনে পরিণত করেন। যাতে আল্লাহ তা'আলা বাদশাহদের অন্তরে তাঁদের (সূফীদের) শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালবাসার স্থাপন করেন। এই পবিত্র হাদীসের উদ্দেশ্য এটাই। কিন্তু আফসোস ও দুঃখ যে, বর্তমান সমাজের নেতারা সূফীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগান্ডায় লিপ্ত। আর মানুষের অন্তরে সূফীদের ব্যাপারে এ খারাপ ধারণা তৈরীতে ব্যস্ত থাকে যে, এ সকল লোক নিরবতা পালন করে এবং ময়দানে আসেনা। অথচ এ সকল লোক প্রকৃত ব্যাধির চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু আমাদেরকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুক। আমীন!

[৭৫]. মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ইমারাহ ওয়াল ক্বাদা, ২/১২, হাদিস : ৩৭২১

৬. হযরত আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান রাহমতুল্লাহি আলাইহি আপন প্রজাদের বলতেন, হে লোকেরা ! তোমরা চাইতেছ যে, আমি তোমাদের সাথে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মত আচরণ করি। কিন্তু তোমরা নিজেরাই তাঁদের প্রজাদের চরিত্র ও স্বভাব গ্রহণ করছনা। তোমরা তাঁদের প্রজাদের স্বভাবে তৈরী হও। আমরা তোমাদের সাথে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার ন্যায় আচরণ করবো।[৭৬]

৭. হযরত সূফীয়ান সওরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ফরমাতেন যে, আমি এমন আলেমদের সাক্ষাত পেয়েছি যাঁরা নিজেদের ঘরে বসে থাকাটা উত্তম মনে করতেন। অথচ আজকাল আলেম সমাজ বাদশাহদের মন্ত্রী হিসেবে এবং অত্যাচারিদের সাংগ-পাংগ তথা সহকারী হিসেবে পরিণত হয়েছে।[৭৭]

৮. হযরত আতা বিন আবি রাবাহ রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, অত্যাচারি বাদশাহর পরামর্শক কিংবা মুনশী হওয়া কি বৈধ? জবাবে ফরমায়েছেন, উত্তম হচ্ছে ওই চাকরী ছেড়ে দেয়া। হযরত মুসা আলাইহিমুস সালাম আরজ করতেন-

فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾

"আমি যেন কখনো অত্যাচারীদের সহযোগী না হয়।"[৭৮]

৯. হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, এমন এক সময় আসবে লোকেরা গভর্ণর ও বিচারকদের পক্ষ হতে উপঢৌকন লাভ করবে। আর তার মূল্য হবে তাদের আপন দ্বীন-ধর্ম। অর্থাৎ মানুষ দ্বীন-ধর্মের বিনিময়ে তাদের (বিচারক ও গভর্ণর) উপঢৌকন লাভ করবে।[৭৯]

১০. হযরত সূফিয়ান সওরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, যে ব্যক্তি যালিমের সামনে হাসে বা তার জন্য মজলিস প্রশস্থ করে দেয় কিংবা তার উপহার গ্রহণ করে সে যেন ইসলামের রজ্জুকে ছিড়ে ফেলল। আর সে যালিমের সাহায্যকারী হিসেবে গণ্য হল।[৮০]

---

৭৬. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৩
৭৭. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৪
৭৮. আল-কুরআন, সূরা কাসাস, আয়াত : ১৭
৭৯. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৪
৮০. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৪

১১. হযরত তাউস রাহমতুল্লাহি আলাইহি অধিকাংশ সময় ঘরে বসে থাকতেন। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমি এ জন্য ঘরে বসে থাকি যে, পরিবেশ নষ্ট হয়েগেছে। সুন্নাত বিলোপ পাচ্ছে। আর বাদশাহ ও গভর্ণরবৃন্দ অত্যাচার ও অন্যায় করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। যে ব্যক্তি আপন সন্তান ও অধীনস্থদের মধ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠায় পার্থক্য করে- সে যালিম হিসেবে গণ্য হবে।[৮১]

১২. হযরত মালিক বিন দিনার রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন- যখন দুর্বল-পাতালা দেহ বিশিষ্ট লোক গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মোটা-তাজা হয়, তাহলে জেনে রেখো- সে প্রজাদের হক নষ্ট করেছে এবং স্বীয় প্রতিপালকের খেয়ানত করেছে।[৮২]

১৩. হযরত আবুল আলিয়া রাহমতুল্লাহি আলাইহি একদিন বাদশাহ হারুনুর রশিদকে বললেন, অত্যাচারিত ব্যক্তির বদ-দোয়া থেকে বেঁচে থাকো, কারণ আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেন না। যদিও সে গোনাহগার হয়। অন্য বর্ণনায় এসেছে- যদিও সে কাফির হয়। অর্থাৎ নিপীড়িত ব্যক্তি যে-ই হোক, তার আহ্ করা থেকে বেঁচে থাকো।[৮৩]

---

৮১. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৪
৮২. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৪
৮৩. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৫

[সাত]
স্বল্প হাসি

সলফে-সালেহীনদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁদের হাসির স্বল্পতা। তাঁরা কম হাঁসতেন। পার্থিব কোন কিছু অর্জনে তাঁরা খুশী হতেন না। তা বৈচিত্রময়ী পোশাক হোক বা যানবাহন বা অন্যকিছু। তাঁরা এ ভয় করতেন যে, আখিরাতের কোন নিয়ামত এ দুনিয়াতে অর্জন হয়ে যাচ্ছে কিনা। তাঁদের স্বভাব দুনিয়াদারদের স্বভাবের বিপরীত হয়ে থাকে। দুনিয়াদার তো দুনিয়া পাইতে ভালবাসে। সালেহীনগণ দুনিয়া অর্জন হলে খুশি হতেন না। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি বন্দি, সে মুক্তি পাওয়া ছাড়া অন্য কিছুতে কিভাবে আনন্দিত হবে? যেরূপ কয়েদী চিন্তিত অবস্থায় থাকে, সেরূপ আল্লাহর তা'আলার প্রিয় বান্দারা দুনিয়ায় চিন্তিত থাকেন। তাঁদের অভিপ্রায় হচ্ছে, এ দুনিয়া থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তিলাভ এবং আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাত লাভের মধ্যেই ইজ্জত ও মর্যাদা। হাদীস শরীফে এসেছে-

وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ.

'রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শপথ ঐ সত্তার- যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। যদি তোমরা জানতে, যা আমি জানি, তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে। আর স্ত্রীদের সাথে বিছানায় গিয়ে কখনো আনন্দ করতেনা। এবং জঙ্গলের দিকে বের হয়ে যেতে। আর আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় কামনা করতে।'[৮৪]

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, বেশি হাসা ভাল নয়। যতটুকু সম্ভব আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ক্রন্দন করা আবশ্যক। আর এটাও জানা গেল যে,

[৮৪]. ১. তারমিযি : আস সুনান, কিতাবুয যুহদ, باب قول النبي لو تعلمون...الخ ৪/১৪০, হাদীস : ২৩১৯
২. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৭

হুজুর সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সৃষ্টির তুলনায় বেশি জানেন এবং তাঁর জ্ঞানের পরিসীমা অত্যাধিক।

১. হযরত হাসান বসরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি জনৈক যুবককে হাসতে দেখে বললেন, هَلْ مَرَرْتَ بِالصِّرَاطِ –হে যুবক, তুমি কি পুলসিরাত অতিক্রম করেছ? সে বলল, না। তারপর তিনি বললেন, هَلْ تَدْرِيْ إِلَى الْجَنَّةِ تَصِيْرُ أَمْ إِلَى النَّارِ –তুমি কি জান যে, তুমি জান্নাতে যাবে নাকি জাহান্নামে? সে বলল, না। অতঃপর তিনি বললেন, فَمَا هَذَا الضَّحِكُ –তাহলে এই হাসি কেন?[৮৫]

অর্থাৎ যখন তোমার সামনে এ জাতীয় বিপদ রয়েছে আর তোমার মুক্তির নিশ্চয়তাও নেই তাহলে কোন খুশিতে হাসছ। এরপর থেকে ওই যুবককে আর কারো সাথে হাসতে দেখা যায়নি।

হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

عَجَبًا لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ.

'আশ্চর্য ঐ ব্যক্তির জন্য যার মৃত্যুর সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হাসছে।'[৮৬]

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হলো- ভয়কারী কারা? তিনি বললেন,

قُلُوْبُهُمْ بِالْخَوْفِ قَرْحَةٌ وَأَعْيُنُهُمْ بَاكِيَةٌ يَقُولُونَ كَيْفَ نَفْرَحُ وَالْمَوْتُ مِنْ وَرَائِنَا وَالْقَبْرُ أَمَامُنَا وَالْقِيَامَةُ مَوْعِدُنَا وَعَلَى جَهَنَّمَ طَرِيْقُنَا وَبَيْنَ يَدَيِ اللهِ رَبُّنَا مَوْقِفُنَا.

'(তারা হচ্ছে ওই সব লোক) যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয়ের কারণে জখম রয়েছে। যাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বের হয় এবং বলেন, আমরা কিভাবে আনন্দিত হব, যখন মৃত্যু আমাদের পিছনে ছুটেছে এবং কবর আমাদের সামনে, কিয়ামত আমাদের প্রতিশ্রুত স্থান। আর

[৮৫]. এহয়াউ উলুমুদ্দীন, কিতাবুল খাওফ ওয়ার রেজা, بيان أحوال الصحابة ৪/২২৭
[৮৬]. বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান, باب في أن القدر خيره...الخ ১/২২২, হাদীস : ২১২

জাহান্নামের উপর আমাদের পথ এবং পরিশেষে মহান রাব্বুল ইজ্জতের সামনে আমাদের দণ্ডায়মান হতে হবে।'[৮৭]

৩. হযরত হাতেম আসম রাহমতুল্লাহি আলাইহি ফরমায়েছেন যে, হে মানুষ! তোমরা উন্নত স্থান নিয়ে গর্ব করো না। কারণ হযরত আদম আলাইহিস সালাম সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠতম স্থান তথা জান্নাতে ছিলেন, তাঁকে সেখান হতে বের হতে হয়েছে। আর অত্যাধিক ইবাদতের উপর নির্ভরশীল হয়ো না। কারণ ইবলিসের অত্যাধিক ইবাদত সত্ত্বেও অভিশপ্ত হয়েছে। আর জ্ঞানের আধিক্যের উপর অহংকারী হয়ো না। কারণ বলআম[৮৮] -যে ইসমে আযম জানতো, অথচ তার শেষ পরিণতি সবার জানা কথা। আর সৎলোকদের সাথে অধিক সাক্ষাতের উপর গর্ব করো না। কেননা হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশীরা তাঁর সাথে বহুবার সাক্ষাত করেছে- অথচ তাঁরা মুসলমান হয়নি। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাক্ষাত তাদের কোন লাভ হয়নি।[৮৯]

৪. হযরত হাসান বসরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এমন ভীতসন্ত্রস্ত এবং চিন্তিত থাকতেন যে, মনে হতো- এইমাত্র কোন বড় গুনাহ করে ভীতিগ্রস্থ হয়েছেন।[৯০]

৫. হযরত ফুদাইল বিন আয়াজ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন যে,

رُبَّ ضَاحِكٍ وَأَكْفَانُهُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ الْقِصَارِ.

'বহু হাস্যজ্জ্বল লোক এমন রয়েছে অথচ তার কাফনের কাপড় ধুপির থেকে আনা হয়েছে।'[৯১]

৬. হযরত ইবনু মারজুক্ব রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, যে ব্যক্তি দাবি করে, আমি গুনাহের জন্য চিন্তিত অথচ সে খাবারে মধু ও ঘি একত্রিত করে খায়। এমতাবস্থায় সে তার দাবীতে মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে।[৯২]

৮৭. এহয়াউ উলুমুদ্দীন, ৪/২২৭
৮৮. 'বলআম' বনী ইসরাঈলের একজন ওলী নাম।
৮৯. তাযকিরাতুল আউলিয়া, যিকরে হাতম আসম, পৃষ্ঠা : ২২৫
৯০. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৭
৯১. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৮
৯২. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৮

৭. হযরত আওযায়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ﴿٤٩﴾

"তিনি ছোট ও বড় কোন গুনাহ বাদ দেন না; বরং উহার সমস্তই তিনি লিপিবদ্ধ করেন।"[৯৩]

উপরোক্ত আয়াতে হযরত আওযায়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এখানে ছোট গুনাহ মানে মুচকি হাসি এবং বড় গুনাহ মানে অট্টহাসি। আমি (হযরত আল্লামা আবু ইউসুফ শরীফ কৌটলবী) বলছি যে, এখানে তাবাস্সুম মানে সশব্দে হাসা। অর্থাৎ যে হাসির শব্দ মজলিসে বসা সকলে শুনে। অন্যথায় শুধুমাত্র তাবাস্সুম- যার আওয়াজ হয় না তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে পাওয়া গেছে।[৯৪]

৮. হযরত সাবিত বুনানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, মু'মিন যখন মৃত্যুকে ভুলে যায় তখন হাসে। অর্থাৎ মৃত্যুর স্মরণ হলে তার হাসি আসত না।

৯. হযরত আমের বিন কায়েস রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় বেশি হাসে সে কিয়ামত দিবসে বেশি কান্না করবে।

১০. হযরত সাঈদ বিন আবদুল আযীয রাহমতুল্লাহি আলাইহি চল্লিশ বছর যাবৎ কখনো হাসেন নি আর এ অবস্থায় তার ওফাত হয়। এভাবে হযরত গাযওয়ান রাক্কাশী রাহমতুল্লাহি আলাইহিও হাসেন নি।[৯৫]

১১. হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন,

مَعَ كُلِّ ضَحَّاكٍ فِي مَجْلِسٍ شَيْطَانٌ.

'মজলিসের মধ্যে যে বেশি হাসে তার সাথে শয়তান থাকে।'

১২. হযরত মুয়া'যাহ আ'দাবিয়্যাহ রাহমতুল্লাহি আলাইহি কিছু যুবকদের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন- যারা হাসতেছিল এবং তাদের পোশাক ছিল সূফী প্রকৃতির। অতঃপর তিনি বললেন,

৯৩. আল-কুরআন, সূরা কাহাফ, আয়াত : ৪৭
৯৪. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৮
৯৫. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৮

سُبْحَانَ اللهِ لِبَاسُ الصَّالِحِيْنَ وَضِحْكُ الْغَافِلِيْنَ.

'সুবহানাল্লাহ ! সালেহীনদের পোশাক অথচ গাফেলের (অসতর্কদের) ন্যায় হাসি।'[৯৬]

১৩. হযরত আওন বিন আবূ যায়িদ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, আমি আতা সালমী রাহমতুল্লাহি আলাইহির কাছে পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত করেছি কিন্তু তাঁকে কখনো হাসতে দেখিনি।[৯৭]

বেরাদারানে তরীকত! মাঝেমধ্যে নিজের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখুন যে, সালফে-সালেহীনদের চরিত্রদের কোন একটি আমাদের মধ্যে আছে কিনা? আমাদেরকে কি অসতর্কতা ধ্বংস করেনি? আমরা কি মুক্তির কোন আশ্বাস পেয়ে গেছি? আমরা কি ভবিষ্যতের বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়েছি? কি কারণ আমরা আখেরাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বসে আছি? সুতরাং এ সময়কে গণিমত মনে করো এবং সৃষ্টিকর্তা ও মুনিবের সন্তুষ্টি অর্জনে চেষ্টা করো। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এবং আমাকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

---

[৯৬]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৮
[৯৭]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৪৯

[আট]
অত্যাধিক ভয়

সালফে-সালেহীনদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তাঁরা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহ তা'আলাকে অত্যাধিক ভয় করতেন, শুরুর দিকে গুনাহ থেকে এবং শেষের দিকে আল্লাহ তা'আলার জালালিয়্যাত ও শ্রেষ্ঠত্বের ভয়ে সর্বদা ভীত থাকতেন আর ওই দু'টি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সমীপে লজ্জিত থাকতেন।

১. হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন- চারটি জিনিস রয়েছে, যেগুলোতে বাড়াবাড়ি করলে সেগুলো উক্ত ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। ঐ চারটি হচ্ছে, এক. বেশি বেশি সহবাস করা, দুই. অধিক শিকার করা, তিন. অধিকাংশ সময় জুয়া খেলায় লিপ্ত থাকা, চার. অত্যাধিক পাপাচার করা।[৯৮]

২. হযরত আবু তোরাব নাখশী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, যখন কোন মানুষ পাপাচার হতে বিরত হওয়ার ইচ্ছা করে তখন আল্লাহ তা'আলার সাহায্য সবদিক থেকে তার সাহায্যকারী হয়।[৯৯]

৩. হযরত আবু মুহাম্মদ মরূজী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, ইবলিস এ কারণে অভিশপ্ত হল যে, সে নিজের গুনাহ স্বীকার করে নি, এটার উপর লজ্জাবোধ করে নি, নিজেকে দোষারোপ করে নি, তাওবা করার প্রতি তোয়াক্কা করে নি। এবং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের রহমতের আশাও করে নি। পক্ষান্তরে হযরত আদম আলাইহিস সালাম নিজের ভুল স্বীকার করেছেন এবং এর জন্য লজ্জিত হয়েছেন। আর নিজেকে দোষী জেনেছেন ও তাওবা করার প্রতি ঝুকে পড়েছেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলার রহমত প্রাপ্তির আশা করেছেন।[১০০] তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে গ্রহণ করেছেন।

---

[৯৮]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৫৩
[৯৯]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৫৩
[১০০]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৫৩

৪. হযরত হাতম আসম রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, যখন তুমি মহান আল্লাহ তা'আলার কোন প্রকার নাফরমানী কর, তখনই সাথে সাথে তাওবা করে আল্লাহর সমীপে লজ্জিত হও।

৫. হযরত ইবরাহিম বিন আদহাম রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, আমি আনুগত্যশীল হয়ে দোযখে যাওয়াকে পাপী হয়ে জান্নাতে যাওয়া থেকে উত্তম মনে করি।

৬. হযরত আহমদ বিন হারব রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, গুনাহগার ব্যক্তির জন্য কি ঐ সময় আসেনি যে, সে তাওবা করবে। তার গুনাহ তো তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর আগামীতে সে আপন কবরে এর কারণে শাস্তি পাবে। আর এই গুনাহের জন্য তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১০১]

৭. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, কোন জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য সমীচীন নয় যে, কোন প্রিয়জনকে কষ্ট দেওয়া। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন- এটা কিভাবে হয়? তিনি বললেন, স্রষ্টা ও মালিকের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে মানুষ নিজের আত্মার ক্ষতি করে থাকে।[১০২]
আর তাঁর আত্মা তাঁরই বন্ধু বা প্রিয়জন। অর্থাৎ নিজেকে শাস্তির উপযোগী করা জ্ঞানীর কাজ নয়। একজন আরবী কবি বলেন,

أَيَا عَامِلاً لِلنَّارِ جِسْمُكَ لَيِّنٌ فَجَرِّبْهُ لِتُمْرِيْنَا بَحْرَ الظَّهِيْرَةِ
وَدَرْجَةُ فِي لَسَعِ الزَّنَابِيْرِ تَجْتَرِيْ عَلَى نَهْشِ حَيَاتٍ هُنَاكَ عَظِيْمَةٌ

'হে ঐ ব্যক্তি তুমি দোযখের জন্য নিজেকে তৈরী করছি কি? তোমার শরীর তো খুব দূর্বল প্রকৃতির। তা জাহান্নামের শাস্তি কিভাবে ভোগ করবে? তুমি দুপুরের গরমে দাঁড়িয়ে শরীরের পরীক্ষা করো যে, এটা (শরীর) কতটুকু ধৈর্য ও সহ্য করতে পারে। তুমি তো সামান্য ভোলতার কামট সহ্য করতে পার না, তাহলে দোযখের বড় বড় সাপের উপর কিভাবে দুঃসাহস করছো?'

[১০১]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৫৩
[১০২]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৫৩

৮. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন,

اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ مَعَ قِلَّةِ الذُّنُوبِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ كَثْرَةِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَعَ كَثْرَةِ الذُّنُوبِ.

'অধিক গোনাহ সমেত অধিক সৎকাজের চেয়ে সল্প গোনাহ সমেত সৎকাজ আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়।'[১০৩]

৯. হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াসি রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন- আমি গুনাহের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছি। যদি কেউ আমার গুনাহের দুর্গন্ধ পায় তাহলে সে আমার পার্শ্বেও বসবে না।

১০. হযরত হাসান বসরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, যে সকল লোকেরা হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করেছে যদি তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে জান্নাতে যায়, তাহলে তারা কিভাবে হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চেহারা দেখাবে? খোদার কসম! যদি হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করার মধ্যে আমি লিপ্ত হতাম আর এমতাবস্থায় আমাকে জান্নাত ও জাহান্নামে যে কোন একটিতে যাওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া হতো, তাহলে আমি জাহান্নামকে পছন্দ করতাম, এই ভয়ে যে, আমি জান্নাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কিভাবে উপস্থিত হবো?[১০৪]

১১. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনা পালন করলো, সে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করলো। যদিও তার নামায, রোযা এবং কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত স্বল্প হয়। আর যে আল্লাহর অবাধ্য হলো সে তাকে ভুলে গেলো।[১০৫]

১২. হযরত সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, ফিরিশতারা মানুষের ইচ্ছার আমল কিভাবে লিখে? অর্থাৎ ঐ ফিরিশতা- যারা ভাল-মন্দ লেখার নির্দেশপ্রাপ্ত, যখন কোন মানুষ ভাল বা মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে তখন তারা এমতাবস্থায় তাঁরা (ফিরিশতারা) কিভাবে

[১০৩]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৫৪
[১০৪]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৫৪
[১০৫]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৫৫

তাদের ইচ্ছাকে জানে? তিনি বললেন, যখন বান্দা ভাল কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন তার থেকে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধি বের হয়। আর তারা (ফিরিশতারা) সুগন্ধি থেকে বুঝতে পারেন যে, এ বান্দা কোন ভাল কাজ করার নিয়ত করেছেন। যখন মন্দ-কাজের নিয়ত করে তখন তাদের হতে দুর্গন্ধ বের হয় তখন তারা বুঝতে পারে এ বান্দা খারাপ কাজের নিয়ত করেছে। (এখানে নিয়ত দ্বারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা উদ্দেশ্য। যা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যাতিরেখে হয়- তা লিপিবদ্ধ করা হয় না।)[১০৬]

১৩. হযরত বিশর হাফী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি এমন অনেক লোক দেখেছি যাদের পাহাড়সম নেকি রয়েছে অথচ তারা এর উপর গর্ব করে না। কিন্তু তোমাদের অবস্থা এ যে, নেকি বলতে কিছুই নেই, এর পরও তোমরা গর্ব কর। আল্লাহ তা'আলা শপথ! আমাদের কথাবার্তা তো মুত্তাকীদের ন্যায় আর কাজ মুনাফিকের ন্যায়।[১০৭]

১৪. হযরত হাতম আসম রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, তোমরা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করা সত্ত্বেও এ অবস্থায় সকাল করো যে, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহরাজি তোমাকে ঘিরে আছে তাহলে মনে করো যে, এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তোমাকে অবকাশ দেওয়া হচ্ছে। এর উপর অহংকার করো না; বরং তাড়াতাড়ি তাওবা করো। আর আল্লাহ তা'আলা যখন পাকড়াও করবেন তখন পালানোর জায়গা থাকবে না। মাওলানা রুমী বলেন,

بیں مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مر ترا

'আল্লাহ তা'আলার দয়া প্রাপ্তিতে অহংকারী হয়ো না, কারণ দেরিতে ধরলে ধরাটা শক্ত হয়।'

১৫. হযরত হাতম আসম রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি এমন অনেক লোক পেয়েছি- যারা ছোট ছোট গুনাহের কাজকেও বড় গুনাহ হিসেবে জানে। অথচ তোমরা বড় বড় পাপকে ছোট মনে করো।

১৬. হযরত রবিঈ বিন খায়সম রাহমতুল্লাহি আলাইহি ঈদের দিন সকালে বলতেন, (হে আল্লাহ!) আমি আপনার ইজ্জত ও আজমতের কসম করছি, যদি

[১০৬]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৫৬
[১০৭]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৫৬

আমি জানি যে, আমার আত্মা জবেহ করার মধ্যে তোমার সন্তুষ্টি নিহিত, তবে আজ আমার আত্মা তোমার জন্য কুরবানি দেব।[১০৮]

১৭. হযরত কাহমস বিন হাসান রাহমতুল্লাহি আলাইহি চল্লিশ বছর যাবৎ কান্না করেছেন শুধু এ ভয়ে যে, তিনি তাঁর বন্ধুর পাত্রে বিনা অনুমতি হাত ধুয়েছেন।

১৮. হযরত কাহমস রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের উপর ওহী পাঠিয়েছেন যে, হে দাউদ! বনী ইসরাঈলকে বলুন, তোমাদের নিকট কি এ সংবাদ এসেছে যে, আমি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করেছি। যদ্দরুন তোমরা গুনাহের কারণে লজ্জিত হও না। আমি নিজের ইজ্জতের কসম করে বলছি যে, আমি কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক গুনাহগার থেকে হিসাব গ্রহণ করবো। ইমাম শা'রানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে নিজ দয়া ও অনুগ্রহ দেখাবেন, যাতে বান্দা স্বীয় পাপ দেখে লজ্জিত হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দয়া-অনুগ্রহ করবেন।[১০৯]

১৯. হযরত উতবা একদিন এক জায়গায় কাঁপতে লাগলেন। সারা শরীরে ঘামে ভরে গেল। জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে বললেন যে, এই জায়গায় আমি ছোটবেলায় আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করেছি। আজ ঐ কথা মনে পড়েছে।[১১০]

২০. হযরত মালিক বিন দিনার রাহমতুল্লাহি আলাইহি হজ্জ করার জন্য বসরা থেকে পায়ে হাঁটা শুরু করলে কেউ আরজ করল যে, আপনি সাওয়ারি বা বাহন কেন নিলেন না? উত্তরে বললেন, পলাতক গোলাম মুনিবের দরবারে ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য কি সাওয়ারী নিয়ে যায়? আল্লাহ তা'আলার শপথ! যদি আমি মক্কা শরীফে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হেঁচড়ে হেঁচড়ে যায় তাও আদবের খেলাফ হবে।[১১১]

[১০৮]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৫৬
[১০৯]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৫৬
[১১০]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৫৭
[১১১]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৫৭

আমার দ্বীনি ভাইয়েরা! চিন্তা করুন, বুযর্গদের নিকট কি পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার ভয় ছিল। আপনারা শুধুমাত্র এতটুকু স্মরণ করুন যে, আমাদের থেকে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী নিশ্চিত হয়ে থাকে। কিন্তু ক্ষমাপ্রাপ্তির বিষয়টি সন্দেহযুক্ত। কারণ ক্ষমা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আমরা ক্ষমা লাভ করেছি কিনা আমাদের জানা নেই। এ কারণে দিবা-রাত্রি ক্ষমা প্রার্থনায় মগ্ন থাকা একান্ত প্রয়োজন।

[নয়]
বান্দার হক্বকে ভয় করা

সালফে-সালেহীনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁরা বান্দার হক্বকে খুব ভয় পেতেন। তা নগণ্য বস্তু হোক না কেন। উদাহরণস্বরূপ তা খিলাল বা সুই পরিমাণ হোক। এর থেকে বেঁচে থাকতেন। বিশেষ করে যখন নিজের কৃতকর্মকে অত্যন্ত নগণ্য জানতেন, তখন তাদের ভয়ের শেষ থাকতো না। আর আমাদের নিকট তো এমন কোন নেকি নেই কিয়ামতের দিবসে যা দ্বারা হকদারকে তার হক দিয়ে রাজি করাব। কখনো এমন অবস্থায় জালিম ব্যক্তি হতে তার জুলুমের বদলে সকল নেকি নিয়েও অত্যাচারিত ব্যক্তি সন্তুষ্ট হবেনা।

১. পবিত্র হাদীস শরীফে এসেছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন,

أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِيْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ؟

'তোমরা কি জান, কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের সর্বাপেক্ষা দারিদ্র্য কে হবে?'

উত্তরে সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যার কাছে দিরহাম ও দিনার থাকবেনা সে-ই অভাবী-দরিদ্র। তখন তিনি বললেন,

اَلْمُفْلِسُ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ قُذِفَ فِي النَّارِ.

'ঐ ব্যক্তি দরিদ্র যে কিয়ামত দিবসে নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত নিয়ে আসবে। (এবং সে সাথে দুনিয়াতে) অন্যকে গালি দিয়েছে,

অন্যের মাল খেয়েছে, অন্যের অন্যায়ভাবে রক্ত প্রবাহিত করেছে, অন্যেকে মেরেছে। আর এমতাবস্থায় দাবীদার উপস্থিত হবে এবং আরজ করবে যে, হে পরওয়ারদেগার- সে আমাকে গালি দিয়েছে, সে আমাকে মেরেছে, সে আমার অর্থ খেয়েছে। সে আমাকে হত্যা করেছে। এ সময় আল্লাহ তা'আলা তার নেকীসমূহ পাওনাদারকে দিয়ে দিবেন। যদি নেকি শেষ হয়ে যায় আর কোন নেকি না থাকে, এমতাবস্থায় পাওনাদারের গুনাহসমূহ তার কাধে চাপিয়ে দেয়া হবে। তারপর তাকে দোযখে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হবে। সাথে সাথে তাকে দোযখে নিক্ষিপ্ত করা হবে।' '[১১২] অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে ওই ব্যক্তি দরিদ্র, যে কিয়ামত দিবসে নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের নেকী থাকা সত্ত্বেও শূন্য হাতে পরিণত হবে।

২. হযরত আব্দুল্লাহ বিন উনায়স রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে ঘোষণা করবেন যে, কোন দোযখী দোযখে এবং কোন জান্নাতী জান্নাতে বান্দার হক্ব আদায় করা ছাড়া যেতে পারবে না।[১১৩] অর্থাৎ যে অন্যের হক্ব ধ্বংস করে- তার মিমাংসা হওয়া ছাড়া কেউ দোযখে কিংবা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা।

৩. হযরত ওহাব বিন মুনাবাহ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বনী ইসরাঈলের একজন যুবক প্রত্যেক প্রকারের গুনাহ হতে তাওবা করে সতের বছর দিনরাত আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে লিপ্ত ছিলেন। দিনে রোযা রাখতেন, রাত জেগে ইবাদত করতেন, কোন ছায়ায় বসে না আরাম করতেন, না কোন ভাল খাবার খেতেন। যখন সে ওফাত বরণ করল, তাঁর কিছু ভাইয়েরা তাকে স্বপ্নে দেখল এবং জিজ্ঞাসা করল যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমার হিসাব নিলেন এবং যাবতীয় গুনাহ মাফ করলেন। কিন্তু মালিকের অনুমতি ছাড়া একটি লাকড়ি নিয়ে আমি দাঁত পরিষ্কার করেছিলাম ফলে আজ পর্যন্ত আমি জান্নাত হতে বঞ্চিত।

অর্থাৎ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। হাদীসে পাকে এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তিনটি জিনিসকে তিনটি জিনিসে

১১২. ১. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবুল বিররে ওয়াস সেলাহ, باب تحريم الظلم পৃষ্ঠা : ১৩৮৪, হাদিস : ৫২৮১
২. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৫৭
১১৩. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৫৮

গোপন রেখেছেন। ১. নিজের সন্তুষ্টিকে নিজের আনুগত্যের মধ্যে গোপন রেখেছেন, ২. নিজের অসন্তুষ্টিকে নাফরমানীর মধ্যে, ৩. নিজের আউলিয়াদেরকে বান্দাদের মধ্যে।[১১৪]

তাই আমাদের উচিত প্রত্যেক শ্রেণীর ভাল কাজ করা। কারণ আমাদের জানা নেই যে, কোন ভাল কাজে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট। আর প্রত্যেক শ্রেণীর খারাপ থেকে বাঁচা, কারণ আমাদের জানা নেই যে, কোন কাজে তিনি অসন্তুষ্ট। খারাপ কাজটি যদিও নগণ্য হোক। উদাহরণস্বরূপ কারো লাগড়ীর দ্বারা দাঁত খেলাল করা- এটা খুব ছোট বিষয়। অথবা বন্ধুর পাত্রে অনুমতি ছাড়া হাত ধোঁয়া- এটা খুবই ছোটখাটো বিষয়। কিন্তু আমাদের জানা নেই, খুব সম্ভব ঐ কাজে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। তাই এ জাতীয় ছোট ছোট গুনাহ থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

৪. হযরত হারিস মুহাসিবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জনৈক লোক পরিমাপে ঠকাতো। পরে সে তাওবা করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মগ্ন হলেন। অতঃপর মারা গেল। তার কতেক বন্ধু তাকে স্বপ্নে দেখল এবং জানতে চাইল যে, তোমার রব তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করল? উত্তরে সে বলল, আমি পাল্লায় একটি মাটির টুকরো সংযুক্ত করে মাপতাম- এতে পণ্যদ্রব্য এর সমপরিমান ওজনে কমে আসত। এ পাপের কারণে আমি আল্লাহ তা'আলার দরবারে গ্রেফতার হয়েছি।

এভাবে একজন লোক দাঁড়িপাল্লাকে মাটি কিংবা অন্যান্য ময়লা হতে পরিস্কার না করে জিনিস পরিমাপ করতো। যখন ওই লোক মারা যায় অতঃপর তার কবরে আযাব শুরু হল। এক পর্যায়ে লোকেরা তার কবর থেকে চিৎকার শুনল। পরে কতেক বুযর্গলোক এনে ক্ষমালাভের দোয়া করালেন। এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা তার কবরের আযাব দূর করলেন।[১১৫]

৫. হযরত আবু মায়সারা রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এক মৃত ব্যক্তির কবরে আযাব শুরু হল এবং এর থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ প্রকাশিত হল। অতঃপর মৃত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, আমাকে কেন মারা হচ্ছে? ফেরেশতারা বললেন যে, তুমি একজন নিপীড়িত ব্যক্তির পার্শ্ব দিয়ে গিয়েছিলে, সে তোমার কাছে সাহায্য

১১৪. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৫৭
১১৫. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৫৮

চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তার আহবানে সাড়া দাওনি এবং একদিন তুমি অজুবিহীন নামায পড়েছ।[১১৬]

৬. কাযী শুরাইখ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, إِيَّاكُمْ وَالرُّشْوَةَ فَإِنَّهَا تَعْمَى عَيْنَ الْحَكِيمِ অর্থাৎ তোমরা 'ঘুষ' থেকে বাঁচো। কারণ 'ঘুষ' বিচারকের চোখ অন্ধ করে দেয়।

৭. হযরত ইমাম হাসান বসরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি যখন কোনো বিচারককে মিসকীনদেরকে সাদকা দিতে দেখতেন তখন বলতেন, হে সাদকা প্রদানকারী! তুমি যার উপর অত্যাচার করেছ, তার উপর দয়া করো। তার প্রতি ন্যায়বিচার করো। কেননা এ কাজ সাদকা করা হতে উত্তম।

৮. হযরত মায়মুন বিন মিহরান রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি অন্যের উপর অত্যাচার করে, তারপর এই গুনাহ থেকে মুক্তি পেতে চাই, তাহলে সে যেন প্রতি ওয়াক্ত নামাযের দোয়ার মধ্যে ঐ ব্যক্তির (যার প্রতি জুলুম করেছিল) জন্য মাগফেরাত কামনা করে। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করে দেবেন।[১১৭]

এ বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যখন নিপীড়িত ব্যক্তি মারা যায়। আর যদি জীবিত থাকে তাহলে তার থেকে মাফ চেয়ে নেবে।

৯. হযরত মায়মুন বিন মিহরান রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, অনেক সময় নামায আদায়কারী নিজে নিজেকে অভিশম্পাত দিয়ে থাকে। অথচ সে অনুধাবন করতে পারে না। লোকেরা জানতে চাইলেন, এটা কিরূপে? বললেন, সে (নামায আদায়কারী) পড়ে-

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

"অত্যাচারীদের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ।"[১১৮]

আর সে নিজেই অত্যাচারী। কারণ সে নিজের আত্মার উপর গুনাহের দ্বারা অত্যাচার করেছে। অথবা সাধারণ জনগণের অর্থ-সম্পদ সে নিজের করে নিয়ে নিয়েছে। কখনো নামায কারো জন্য অভিশাপের কারণ হয়ে থাকে। যখন সে

১১৬. তানবিহুল মুগতারীন, পৃষ্ঠা : ৫৯
১১৭. তানবিহুল মুগতারীন, পৃষ্ঠা : ৫৯
১১৮. আল-কুরআন, সূরা হুদ, আয়াত : ১৮

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিশম্পাত) পড়ে, তখন এই আয়াতাংশটি তাকেও অন্তর্ভুক্ত করে থাকে।[১১৯]

১০. হযরত কা'ব আহবার রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন একজন লোককে দেখলেন যে, সে জুমার দিন মানুষের উপর জুলুম করছে। তিনি বললেন, তুমি কী ভয় করো না? এমন দিনে অত্যাচার করতেছ, যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর যেদিন তোমার পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেছেন।

১১. হযরত আহমদ বিন হারব রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, দুনিয়ার অনেক ভাল কৃতকর্মের কারণে ধনী হয়ে কবর থেকে বের হবে। আর কিয়ামত দিবসে নিঃস্ব হয়ে যাবে। যেহেতু বান্দার হক্ব যাবতীয় নেকীকে মুছে ফেলবে।

১২. হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ তা'আলার হক্ব অনাদায়ের সত্তর গুনাহ নিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়া, বান্দার একটি হক্ব অনাদায়ের গুনাহ নিয়ে উপস্থিত হওয়া থেকে উত্তম।[১২০]

অর্থাৎ বান্দার একটি হক্বের গুনাহ আল্লাহ তা'আলার হক্বের সত্তর গুনাহ অপেক্ষা বড় ও মারাত্মক। হে প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন, বুযর্গরা বান্দার হক্ব'র ব্যাপারে কতটুকু ভয় পেতেন। আমাদেরও উচিত, ঐ সকল বুযর্গদের অনুসরণে বান্দার হক্ব ধ্বংস করা থেকে নিজেকে দূরে রাখা। আর যতটুকু সম্ভব পুরো জীবনে বান্দার সামান্যতম হক্বের ব্যাপারে নিজেকে হিফাযত করা।

---

১১৯. তানবিহুল মুগতারীন, পৃষ্ঠা : ৫৯
১২০. তানবিহুল মুগতারীন, পৃষ্ঠা : ৬০

[দশ]
কিয়ামতের ভয়

সালফে-সালেহীনদের অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তাঁরা যখন কিয়ামত দিবসের ভয়ানক অবস্থার বিবরণ শুনতেন তখন খুব ভয় পেতেন। আর যখন পবিত্র কুরআন মাজীদ শুনতেন- তখন তাঁরা বেঁহুশ হয়ে যেতেন।

১. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন-

إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالاً وَجَحِيمًا ۝ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝

"আমার নিকট আছে শৃঙ্খল ও প্রজ্জ্বলিত আগুন, আর আছে এমন খাদ্য যা গলায় আটকিয়ে যায় এবং মর্মান্তিক শাস্তি।"

হযরত হামরান বিন আ'য়ুন রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াত শুনা মাত্রই বেঁহুশ হয়ে মাটিতে নুয়ে পড়লেন এবং ওফাত লাভ করলেন।[১২১]

২. একদিন হযরত ইয়াযিদ রাক্বাশী রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাহমতুল্লাহি আলাইহির কাছে গেলেন। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হে ইয়াযিদ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। হযরত ইয়াযিদ বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! আপনার পূর্বের খলিফা ওফাত বরণ করেছেন। সুতরাং আপনিও ওফাত বরণ করবেন। এটা শুনা মাত্রই খলিফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কান্না শুরু করলেন এবং বললেন, আরো কিছু পরামর্শ দিন। হযরত ইয়াযিদ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আপনার এবং হযরত আদম আলাইহিস সালামের মাঝখানে আপনার সকল পূর্বপুরুষের কেউ জীবিত নেই। অতঃপর খলিফা কান্না করলেন এবং

[১২১]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৬০

অত্যাধিক কান্নাকাটি করে বললেন, আরো বলুন, তিনি বললেন, জান্নাত ও দোযখের মাঝখানে আর কোন তৃতীয় জায়গা নেই। এ কথা শুনামাত্র হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাহমতুল্লাহি আলাইহি কান্না করলেন এবং বেঁহুশ হয়ে পড়ে গেলেন।[১২২]

৩. হযরত হাসান বিন সালেহ রাহমতুল্লাহি আলাইহি একদিন আযান দেওয়ার সময় যে মাত্র أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ বললেন, সাথে সাথে সংজ্ঞাহীন হয়ে নিচে পড়ে গেলেন। লোকেরা তাঁকে মিনারা থেকে নামালেন। তাঁর ভাই আযান দিলেন এবং নামায পড়ালেন। আর হযরত হাসান বেঁহুশ ছিলেন। হযরত আবু সুলাইমান দারানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, আমি হযরত হাসান বিন সালেহ'র চেয়ে বেশি নম্র ও বিনয়ী কাউকে দেখিনি। একরাত তিনি সকাল পর্যন্ত সূরা নাবা বারংবার পড়লেন। এ সূরা পড়াকালে বেঁহুশ হয়ে পড়তেন, পরে হুঁশ-জ্ঞান ফিরে আসলে আবার ওই সূরা তেলাওয়াত করতেন এবং পুনঃরায় বেঁহুশ হতেন, পরে হুঁশ হতেন, এভাবে সারা রাত সকাল পর্যন্ত অতিবাহিত করেছেন।[১২৩]

৪. হযরত দাউদ তায়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহি একজন স্ত্রীলোককে দেখলেন, সে তার প্রিয়জনের কবরের সামনে কাঁদছে এবং বলছে, لَـيْتَ شِعْرِىْ بِأَىِّ خَدَّيْكَ بَدْءُ الدُّوْدِ 'হায়! আমি যদি জানতাম, কবরের কীট-প্রতঙ্গ তোমার গালের কোন পার্শ্বটা প্রথমে কাটতে শুরু করেছিল।' হযরত দাউদ তায়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এ কথা শুনে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।[১২৪]

৫. আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন সূরা শামস পড়া শুরু করলেন। যে মাত্র وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (যখন আমলনামা খোলা হবে) এ অংশটি তেলাওয়াত করলেন বেঁহুশ হয়ে পড়ে গেলেন এবং অনেক্ষণ ওই অবস্থায় মাটিতে ছিলেন।[১২৫]

[১২২]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৬১
[১২৩]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৬১
[১২৪]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৬১
[১২৫]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৬১

উপকারিতা : যে সকল হযরাতে সুফিবৃন্দের ওয়াজদ ও হাল নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে তারা যেন উপরিউক্ত বর্ণনাগুলোতে চিন্তা করে। আর শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে।

৬. হযরত রবী বিন খায়ছম রাহমতুল্লাহি আলাইহি জনৈক কারীকে এ আয়াত পড়তে শুনেছেন যে, إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا [-দূর থেকে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা উহার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার শুনতে পাবে।[১২৬]] তিনি শুনা মাত্রই বেঁহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। লোকেরা তাকে তুলে ঘরে নিয়ে গেলেন। তাঁর জোহর, আসর, মাগরিব এবং এশার নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেল। কেননা তিনি বেঁহুশ অবস্থায় ছিলেন। আর তিনি নিজ মহল্লার ইমাম ছিলেন। এক বর্ণনায় এসেছে যে, তেলাওয়াতকারী ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।[১২৭]

৭. হযরত ওহাব বিন মুনাব্বাহ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম যখন নিজের অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি স্মরণ করতেন, তখন তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন এবং তাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত শব্দ দীর্ঘ একমাইল পর্যন্ত শুনা যেতো। একদিন হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম তাশরিফ আনলেন। আর আরজ করলেন যে, মহান রাব্বুল ইজ্জত ইরশাদ করেছেন, هَلْ رَأَيْتَ خَلِيلاً يَخَافُ خَلِيلَهُ 'আপনি কি এমন বন্ধু দেখেছন, যে তার বন্ধুকে ভয় করে।' আর হযরত ইব্রাহীম আলাইহিমুস সালাম ইরশাদ করলেন যে, إِذَا ذَكَرْتُ خَطِيئَتِي نَسِيتُ خُلَّتِي 'যখন আমি আমার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো স্মরণ করি, তখন আমি বন্ধুত্ব ভুলে যাই।'[১২৮]

৮. হযরত ফুদাইল বিন আয়াজ রাহমতুল্লাহি আলাইহি একদিন ফজরের নামাযে সূরা ইয়াসীন পাঠ করলেন। যে মাত্র নিম্নোক্ত আয়াতে পৌছলেন, إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ [-এটা হচ্ছে কেবল এক মহানাদ; তখন তাদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমার সামনে।[১২৯]] তখন

[১২৬]. আল কুরআন : সূরা ফুরকান, আয়াত : ১২
[১২৭]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৬২
[১২৮]. এহয়াউ উলুমিদ্দীন, কিতাবুল খাওফ, বয়ানু আহওয়ালিল আম্বিয়া, ৪/২২৬
[১২৯]. আল কুরআন : সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ৫৩

তাঁর ছেলে আলী বেঁহুশ হয়ে পড়লেন। আর সূর্য উঠা পর্যন্ত তার জ্ঞান ফিরে আসেনি।

৯. হযরত আলী বিন ফুদাইল রাহমতুল্লাহি আলাইহি যখন কোনো সূরা পড়তেন, তখন তিনি তা শেষ করতে পারতেন না। আর সূরা যিলযাল ও সূরা ক্বারিয়া- দুটোই শুনতেনই না। যখন তিনি ওফাত বরণ করলেন, তখন তাঁর পিতা ফুদাইল হাসতে লাগল। লোকেরা জানতে চাইলে উত্তরে বললেন- আল্লাহ তা'আলা তাঁর মৃত্যুকে পছন্দ করেছেন। তাই আল্লাহ তা'আলার পছন্দকে আমিও পছন্দ করি।[১৩০]

১০. হযরত মায়মুন বিন মিহরান রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু জনৈক ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত আয়াত পড়তে শুনলেন- وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ [-নিশ্চয় জাহান্নাম তাদের সকলের প্রতিশ্রুত স্থান।[১৩১]] এই আয়াতাংশ শুনেই তিনি চিৎকার দিলেন এবং মাথার উপর হাত রেখে মরুভূমির দিকে চলে গেলেন।[১৩২]

১১. হযরত হাসান বসরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি একজন লোককে দেখলেন যে, সে হাসতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে যুবক! তুমি কি পুলসিরাত অতিক্রম করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন- তুমি কি জান যে, পরকালে তোমার ঠিকানা জান্নাত হবে নাকি জাহান্নাম? সে বলল, না। তারপর তিনি বললেন- তাহলে তোমার এ জাতীয় হাসি কেন? এরপর থেকে ওই যুবককে কেউ হাসতে দেখেনি।[১৩৩]

১২. হযরত সির্‌রী সকতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন- আমি দিনে কয়েক বার আমার নাক দেখতাম এ ভয়ে যে, আমার মুখমণ্ডল কালো হয়েছে কিনা।[১৩৪]

আল্লাহু আকবর! তাঁরা হচ্ছেন দ্বীনের নক্ষত্রতুল্য। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

[১৩০]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৬২
[১৩১]. আল কুরআন : সূরা হিজর, আয়াত : ৪৩
[১৩২]. তানবিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা : ৬৩
[১৩৩]. এহয়াউ উলুমিদ্দীন, কিতাবুল খাওফ, বয়ানু আহওয়ালিল আম্বিয়া, ৪/২২৭
[১৩৪]. আর রিসালাতুল কুশাইরীয়া, বাবু ফি যিকরে মাশায়েখে হাজিহিত তারিকাত, আবুল হাসান মিসরী মুগলাছ আছছারাতী, পৃ. ২৭

১৩. হযরত যুরারাহ বিন আবি আওফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি একদিন ফজরের নামায আদায়ের পর যে মাত্র নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ। [–যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে[১৩৫]] সাথে সাথে বেঁহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। অতঃপর যখন তাঁকে উঠানো হল, তখন তাঁকে মৃত পাওয়া গেল।[১৩৬]

কিছু সংখ্যক বুযর্গ যখন আগুন দেখতেন কিংবা চেরাগ জ্বালাতেন তাঁরা জাহান্নামের ভয়ে সারারাত কান্না করতেন।

১৪. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে প্রশ্ন করা হলো, ভয়কারী কারা? তিনি বললেন, যাঁদের অন্তর ভয়ের কারণে পুঁড়ে গেছে এবং যাদের চক্ষু ক্রন্দনরত থাকে। তিনি আরো বললেন যে, যখন মৃত্যু আমাদের পিছনে ছুটছে, কবর আমাদের আগে আগে, কিয়ামত আমাদের জন্য অপেক্ষামান, জাহান্নাম আমাদের রাস্তা এবং মহান রাব্বুল ইজ্জতের সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে, তখন আমরা কিভাবে আনন্দ-খুশি করতে পারি?[১৩৭]

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি প্রাণীকে দেখে বললেন,

يَا لَيْتَنِيْ مِثْلُكَ يَا طَائِرُ وَلَمْ أَخْلُقْ بَشَرًا.

'হায়! আমি যদি পাখি হতাম- তাহলে আযাব বা শাস্তি হতে নিরাপদ থাকতাম এবং মানুষ না হতাম।'[১৩৮]

১৫. হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ভাল মনে করি যে, আমি যদি এমন গাছ হতাম- যা কাটা হতো।[১৩৯]

হে বন্ধুরা! পূর্ববর্তী বুযর্গদের প্রতি দৃষ্টি দিন। তাঁরা কীরূপ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতেন। অতএব আপনারা নিজেদের অবস্থার প্রতি খেয়াল করুন। কখনো কি শাস্তি সম্পর্কিত কুরআন মজিদের আয়াতসমূহ পড়ে আপনারা কান্না করেছেন? কখনো কি বেঁহুশ হয়েছেন? আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কুরআন শরীফ শুনে কখনো শরীরের লোম শিরা খাড়া হয়েছে? যদি এরূপ না হয় তাহলে এ জাতীয় পাষাণ অন্তরের চিকিৎসা করুন। আর আল্লাহ তা'আলার কোন প্রিয় বান্দার সংস্পর্শে

১৩৫. আল কুরআন : সূরা মুদ্দাসির, আয়াত : ০৮
১৩৬. এহয়াউ উলুমিদ্দীন, কিতাবুল খাওফ, বয়ানু আহওয়ালিল আম্বিয়া, ৪/২২৭
১৩৭. এহয়াউ উলুমিদ্দীন, কিতাবুল খাওফ, বয়ানু আহওয়ালিল আম্বিয়া, ৪/২২৭
১৩৮. আহমদ বিন হাম্বল : কিতাবুয যাহাদ, হাদীস : ৭৮৮, পৃ. ১৬৯
১৩৯. এহয়াউ উলুমিদ্দীন, কিতাবুল খাওফ, বয়ানু আহওয়ালিল আম্বিয়া, ৪/২২৬

গিয়ে নিজের গোপনীয় রোগের চিকিৎসা করুন। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাঁর প্রকৃত চিকিৎসালয় কর্তৃক পরিপূর্ণ চিকিৎসা দান করুক। আর নিশ্চিত করবেন, কারণ তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য।

تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

(দশটি চরিত্রের বর্ণনা সমাপ্ত হলো)

আকুল আবেদন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পাপাচার থেকে বাঁচতে এবং নেক্কার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পবিত্র কুরআন মাজীদ ও সুন্নাতের প্রচারে নিয়োজিত অরাজনৈতিক আন্তর্জাতিক সংগঠন 'দাওয়াতে ইসলামী' এর কার্যক্রমের পরিবেশে শামিল হয়ে যান। ইনশা আল্লাহ তা'আলা এ কাফেলার উছিলায় ধারণার বাহিরে উন্নত চরিত্র ও গুণাগুনের অধিকারী হবেন। আপন আপন শহরে 'দাওয়াতে ইসলামীর' সাপ্তাহিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে নিন। আর আল্লাহ তা'আলার পথে সফরের উদ্দেশ্য দাওয়াতে ইসলামীর বিভিন্ন কাফেলার আশেকানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সফরে বের হোন। এই মাদানী কাফেলার সফরে মাধ্যমে পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ডের উপর চিন্তা-গবেষণা করার সুযোগ হবে। ফলে অন্তর সুন্দর পরিণতির আশায় অস্থির হয়ে পড়বে।

যদ্দরুণ পূর্ববর্তী সংঘঠিত পাপাচারের জন্য লজ্জিত হওয়ার সুযোগ আসবে এবং তাওবা করার ফযিলত অর্জিত হবে।

আশেকানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ মাদানী কাফেলায় ধারাবাহিক সফর করলে- ফলাফল হিসেবে খারাপ কথোপকথন এবং আজেবাজে আলাপচারিতা হতে বেঁচে- ঐ ক্ষেত্রে পবিত্র দরূদ-পাক পড়ার সৌভাগ্য হবে। আর এ দ্বারা পবিত্র কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত, আল্লাহ তা'আলার হামদ, এবং না'তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালিহি ওয়া আসহাবিহি, পড়ার অভ্যস্থ হয়ে যাবেন। অনমনীয়তা দূর হয়ে যাবে এবং নমনীয়তায় আদর্শে পরিণত হবেন। অধৈর্যপনা দূর হয়ে কৃতজ্ঞবান ও ধৈর্যশীল হওয়ার গুণাবলীর অধিকারী হবেন। কু-ধারণার স্বভাব দূরিভূত হবে এবং ভাল ধারণা করার অভ্যাস সৃষ্টি হবে। অহংকার হতে নিজেকে রক্ষা করা যাবে এবং মুসলিম সমাজকে সম্মান প্রদর্শনে আগ্রহ হয়ে উঠবেন। আর দুনিয়াবী অর্থ-সম্পদ এর আকর্ষণ চলে যাবে। এবং ভাল কাজের প্রতি ঝোক সৃষ্টি হবে। মোটকথা- বারংবার আল্লাহ তা'আলার পথে সফরকারীর জীবন মাদানী আলোতে উজ্জল হবে।

তথ্যপঞ্জি

১. মুসলিম : মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (২০৬-২৬১ হি./৭২১-৮৭৫ ইং), **আস-সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি।

২. তিরমিযী : আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাহ ইবনে মূসা ইবনে দাহহাক সালামী (২১০-২৭৯ হি./৮২৫-৮৯২ ইং), **আল-জামেউস সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল গুরাবুল ইসলামী, ১৯৯৮ ইং।

৩. আবু দাউদ : সুলাইমান ইবনে আস-সাজিসতানী (২০২-২৭৫ হি./৮১৭-৮৮৯ ইং), **আস-সুনান** : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং।

৪. তিবরীযী : আল্লামা অলী উদ্দীন তিবরীযী, **মিশকাত আল-মাসাবীহ**, ওফাত : ৭৪২ হিজরী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন।

৫. হাকেম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ ইং), **আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন** : বৈরুত, লেবানন-দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি./১৯৯০ ইং।

৬. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুলস্নাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ ইং), **কিতাবুয যুহুদ** : দারুল গাদ্দিল জাদিদ, মিসর।

৭. রাজী : মুহাম্মদ বিন ওমর বিন হাসান বিন হোসাইন বিন আলী তাইমী (৫৪৩-৬০৬ হি./১১৪৯-১২১০ ইং) তাফসীরুল কবির : দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন।

৮. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০১-১৩৭৩ ইং), **তাফসিরুল কুরআনিল আযিম** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।

৯. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), **শুআবুল ঈমান** : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।

১০. গাযালী : হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-হাযালী (৫০৫ হি.) **ইহয়াউল উলুমুদ্দিন** : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।

১১. হাসকফী : আল্লামা আলাউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আলা হাসকফী, ওফাত : ১০৮৮ হিজরী, **আদ-দুররুল মুখতার**, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, লেবানন।

১২. আত্তার : হযরত ফরীদ উদ্দীন আত্তার, **তাযকিরাতুল আউলিয়া**, ইনতিশারাতে গুনঝিদাহ, তেহরান।

১৩. আসার : **তানবিহুল মুহতাররীন**, দারুল বাশায়ের, বৈরুত, লেবানন।

১৪. তকী উদ্দিন : শায়খ তকী উদ্দিন, **নুযহাতুন নাযিরীন**, কুয়েটাহ, কুয়েত।

১৫. কুশাইরী : **আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া**, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন।

১৬. গাযালী : **কিমিয়ায়ে সা'দাত**, ইনতিশারাতে গুনঝিদাহ, তেহরান।

১৭. খাল্লিকান : **ওয়াফায়াতুল আ'য়ান**, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন।

সনজরী পাবলিকেশন